

‘ নেশামুক্ত তামিলনাড়ু’ অভিযানের সূচনা মুখ্যমন্ত্রী বিজয়ের



চেন্নাই, ১১ আগস্ট : তামিলনাড়ুতে মাদকের বিরুদ্ধে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে মঙ্গলবার চেন্নাইয়ের স্টেট কলেজের সভাগৃহে নেশামুক্ত তামিলনাড়ু’ অভিযানের সূচনা হয়। মুখ্যমন্ত্রী বিজয় এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। বিপুল সংখ্যক পড়ুয়া এই অনুষ্ঠানে অংশ নেয়। মুখ্যমন্ত্রী বিজয় ছাত্র-ছাত্রীদের মাদক থেকে দূরে থাকার এবং মাদকের বিরুদ্ধে সচেতনতা ছড়িয়ে দেওয়ার শপথব্যাক্য পাঠ্য করান।এদিন মাদকের অপব্যবহারে সামাজিক পরিণতি ও মাদক সেবনের ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে যুসমাজকে সচেতন করার ওপর জোর দেওয়া হয় অনুষ্ঠানে। মুখ্যমন্ত্রী বিজ শিক্ষার্থীদের নেশামুক্ত থাকার পাশাপাশি তাদের আশোপাশের লোকজনকেও মাদকের ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে সচেতন করার আহ্বান জানান। উল্লেখ্য, এই অভিযানের মূল উদ্দেশ্য, স্কুল ও কলেজগুলিতে মাদক ও তামাক সেবনের বিরুদ্ধে ব্যাপক সচেতনতা তৈরি করা এবং তরুণ প্রজন্মকে নেশা থেকে দূরে রাখা।প্রসঙ্গত, এদিন ‘নেশামুক্ত তামিলনাড়ু’ অভিযানের অংশ হিসেবে রাজ্যজুড়ে বাজেরাণ্ড হওয়া মাদকত্রব্য ধ্বংস করা হয়। রাজ্যব্যাপী এই অভিযানের আয়োজন করা হয়েছিল। মুখ্যমন্ত্রী বিজয়ের উপস্থিতিতে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে এই অভিযান পরিচালিত হয়।

সরাসরি বিশ্বকাপে আফগানিস্তান



কলকাতা, ১১ আগস্ট : রশিদ খানের অলরাউন্ড পারফরম্যান্সে আয়ারল্যান্ডকে হারিয়ে র‍্যাঙ্কিংয়ের ভিত্তিতে সরাসরি ২০২৭ ওয়ানডে বিশ্বকাপে খেলা নিশ্চিত করেছে আফগানিস্তান। সিরিজের তৃতীয় ওয়ানডেতে রেহমান শাহ’র দল আফগানিস্তান ৬ উইকেটে জয় পেয়েছে। বেলফাস্টে সোমবার ২০৭ রানের লক্ষ্যে ৩১ বল হাতে রেখে ছুঁয়ে ফেলেন আফগানরা।রিশিদ খান বোলিংয়ে ১০ ওভারে ৪৪ রানে ৩ উইকেট শিকার করেন। আর আট নম্বরে ব্যাটिंगে নেমে ৪৩ বলে ৬৭ রানের অপরাজিত ইনিংস খেলে দলকে জয়ের পথ দেখান এই গ্নেগ স্পিনিং অলরাউন্ডার। টানা দ্বিতীয় ম্যাচে ‘ম্যান অব দ্য ম্যাচ’ হয়েছেন তিনি।স্বাগতিক দক্ষিণ আফ্রিকা ও জিম্বাবুয়ে ছাড়া আগামী ৬০ সেন্টেম্বরের ‘কাটঅফ’ তারিখের মধ্যে ওয়ানডে র‍্যাঙ্কিংয়ের অন্য শীর্ষ ৮ দল সরাসরি বিশ্বকাপে খেলবে। ১০ নম্বরে ওয়েস্ট ইন্ডিজের রোজিৎ ৭৭।

যোষণা

দূরন্ত প্রকাশন (প্রাঃ) লিমিটেড বা তার কোনও এজেন্ট এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞানের যথার্থতা ও নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে কোনও ভাবে দায়বদ্ধ নয়। এই সংবাদপত্রে প্রকাশ করা বিজ্ঞাপনগুলি শুধুমাত্র সরল বিশ্বাসে গ্রহণ করা হয়। এই যোগা ভাবসংসর্গের স্পেশাল ক্রাইম ব্রাঞ্চে নির্দেশ অনুযায়ী ঘূপা হচ্ছে।

মহাধুমধামে দিল্লিতে তিরঙ্গা যাত্রা, ঐক্য ও সংবিধানের আদর্শে অঙ্গীকার পুনর্নবীকরণ

নয়াদিল্লি, ১১ আগস্ট:স্বাধীনতা দিবসের আবহে মহাধুমধামে আয়োজিত হল তিরঙ্গা যাত্রা। মঙ্গলবার দিল্লি বিধানসভা চত্বরে আয়োজিত এই বিশেষ কর্মসূচিতে অংশ নেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তা, বিধানসভার অধ্যক্ষ বিজেন্দ্র গুপ্তা-সহ একাধিক বিধায়ক ও জনপ্রতিনিধি। জাতীয় পতাকা হাতে নিয়ে দেশাস্থবোধের আবেগে মুখর হয়ে ওঠে গোটা এলাকা।দিল্লি বিধানসভা চত্বরে মহাত্মা গান্ধীর মূর্তির পাদদেশ থেকে শুরু হয় এই তিরঙ্গা যাত্রা। জাতীয় পতাকা হাতে নিয়ে পদযাত্রায় অংশ নেন মুখ্যমন্ত্রী, বিধানসভার অধ্যক্ষ এবং অন্যান্য বিধায়করা। যাত্রাটি শেষ হয় ডঃ বি. আর. আম্বেদকরের মূর্তির কাছে। স্বাধীনতা দিবসের আগে আয়োজিত এই কর্মসূচির মাধ্যমে দেশের ঐক্য, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ এবং সংবিধানের আদর্শের প্রতি নিজেদের অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করেন অংশগ্রহণকারীরা।



তিরঙ্গা যাত্রাকে কেন্দ্র করে দিল্লি বিধানসভা চত্বরে তৈরি হয় উসবের পরিবেশ। জাতীয় পতাকার প্রতি শ্রদ্ধা জানানো এবং স্বাধীনতা সংগ্রামীদের আত্মত্যাগকে স্মরণ করার পাশাপাশি দেশের অখণ্ডতা ও গণতান্ত্রিক চেতনা আরও শক্তিশালী করার বার্তাও তুলে ধরা হয়

কর্মসূচিতে তিরঙ্গা যাত্রা প্রসঙ্গে দিল্লি সরকারের মন্ত্রী আশিস সুদ বলেন, ২০১৪ সালে প্রধানমন্ত্রী দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকে এবং নিজেকে দেশসেবায় নিয়োজিত করার পর থেকেই দিল্লি-সহ দেশের বিভিন্ন প্রান্তে তিরঙ্গা যাত্রার আয়োজন করা হয়ে আসছে। স্বাধীনতা দিবসের এই

বিশেষ উপলক্ষ দেশের মানুষের সামনে জাতীয় পতাকার ছত্রছায়ায় দেশসেবার অঙ্গীকার নতুন করে স্মরণ ও নবায়নের সুযোগ এনে দেয় বলেও মন্তব্য করেন তিনি।মন্ত্রী আরও বলেন, জাতীয় পতাকা দেশের গৌরব, ঐক্য ও আত্মবিশ্বাসের প্রতীক। স্বাধীনতা দিবসের আগে তিরঙ্গা যাত্রার মতো কর্মসূচি দেশবাসীর মধ্যে জাতীয়তাবোধ আরও দৃ় করার পাশাপাশি আগামী দিনে দেশের উন্নয়ন ও সেবায় নিজেদের দায়িত্বের কথা মনে করিয়ে দেয়।দিল্লি বিধানসভা চত্বরে আয়োজিত এই কর্মসূচির মধ্য দিয়ে স্বাধীনতার ৭৯তম বর্ষপূর্তির আগে জাতীয় ঐক্য, সংবিধানের প্রতি শ্রদ্ধা এবং দেশসেবার বার্তাই তুলে ধরা হয়েছে।চাইলে এটিকে আরও বরবরবে হিন্দুস্থান সম্ভারসংবাদ সংস্থার স্টাইলে বা ওয়েব পোর্টালের জন্য আরও আকর্ষণীয় হেডলাইন ও SEO কাঠামোয়ও সাজিয়ে দিতে পারি।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বীর বিপ্লবী ক্ষুদিরাম বসুর আত্মবলিদান দিবস পালন



নিজস্ব প্রতিনিধি, বাঁকুড়া:রাজ্য শিক্ষা দপ্তরের নির্দেশ মোতাবেক বাঁকুড়া জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদের অধীন ওগুদা দক্ষিণ চক্রের অন্তর্গত শিশুমিত্র পুরস্কার প্রাপ্ত মদনমোহনপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অগ্নিযুগের অগ্নি নিশু বীর বিপ্লবী ক্ষুদিরাম বসুর আত্ম বলিদান দিবস টি ছাত্র-ছাত্রীদের বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঙ্গে পালন করা হচ্ছে।বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মাননীয় মৃণ্মসূন দে মহাশয় জানান যে, ১৯০৮ সালের ১১ ই আগস্ট বিপ্লবী ক্ষুদিরাম বসুর ফাসির দিন ধার্য হয়েছিল। ভোর ৬ টা। ক্ষুদিরাম কে ফাঁসির মধ্যে নিয়ে যাওয়া হয়। শেষ ইচ্ছে জানতে চাওয়া হয়। ক্ষুদিরাম হাসলেন। সেই হাসি বড় করুণ। বললেন শেষ ইচ্ছে-দেশের স্বাধীনতা। অগ্নিযুগের সর্বকনিষ্ঠমত এই কিশোর বিপ্লবী কে তার আত্ম বলিদান দিগে জ্ঞানাই - বৈপ্লবিক অভিনন্দন ও শ্রদ্ধাঞ্জলি। বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষিকা দেবলীনা ঘোষাল হলছল চোখে অশ্রুত মিশ্রিত করে আনন মনে বলে উঠলেন- আজকের দিনেই আমাদের মনকে ছুঁয়ে যাবার বারে হৃদয়কে স্পর্শ করে আবেগে কাঁদায় ভারত মায়ের বীর সন্তান নব যৌবনের প্রতীক একজন তরুণ বিপ্লবী। ক্ষুদিরাম বসু।বিদ্যালয়ের সকল ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষক-শিক্ষিকা শহিদ ক্ষুদিরাম বসুর প্রতিকৃতিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। অনুষ্ঠানের অন্তিম লগ্নে বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের সমবেত কণ্ঠে -একবার বিদায় .দে মা গানটি বিদ্যালয়ের আকাশ বাতাস কে মুখরিত করে তুলেছিল।

নেশা মুক্ত ভারত অভিযানঃআশুতোষ কলেজে আলোচনাসভা ও পোস্টার তৈরি প্রতিযোগিতা

কলকাতা, ১১ আগস্ট : স্বাধীনতা দিবসের প্রাক্কালে দেশব্যাপী পালিত হচ্ছে ‘নেশা মুক্ত ভারত অভিযান’। সম্পন্নঃ‘বিকশিত ভারত গড়ার লক্ষ্যে এক দৃঢ় পদক্ষেপ ’ এই বৃহ অভিযানের অঙ্গ হিসেবে দক্ষিণ কলকাতার আশুতোষ কলেজে মঙ্গলবার স্টুডেন্টস কমন্ রুমে আয়োজিত হল ‘১০ কোটি নেশা মুক্তি শপথ অভিযান ’ শীর্ষক শিরোনামের এক বিশেষ অভিযান।এদিন আয়োজন করা হয় এক বিশেষ আলোচনাসভা এবং কলেজ পড়ুয়াদের জন্য পোস্টার তৈরির প্রতিযোগিতা। আশুতোষ কলেজের যোগ্য থেরাপি ইউনিট ও এনএসএস ইউনিটের যৌথ উদ্যোগে হয় আইকিউএস-র সহযোগিতায় হব অনুষ্ঠানটি। অনুষ্ঠানের শুরুতে যোগ থেরাপি ইউনিটের এক সদস্য সঙ্গত ভাষণের মধ্য দিয়ে তুলে ধরেন যোগাভ্যাসের প্রয়োজনীয়তা। এরপর ভারতমাতা, বিপ্লবী ক্ষুদিরাম বসু , স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় .এবং ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের ছবিতে পুুষ্প প্রদান করে নেন

আইকিউএস-র কোঅর্ডিনেটর শ্রাবণী রায় এবং দুজন ব্রহ্মকুমারী ও যোগ থেরাপি ইউনিটের এক প্রশিক্ষক সহ অন্যান্যরা।আলোচনার শুরুতে এক ব্রহ্মকুমারী তুলে ধরেন প্রতিষ্ঠানের কার্যপ্রণালী এবং তাঁদের উদ্দেশ্য। প্রাত্যহিক জীবনের যাব্যকালে বিপর্যস্ত মানসিক স্বাস্থ্যের উন্নতির বিভিন্ন পন্থা নিয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে বলেন, পড়ুয়াদের মনোযোগ বৃদ্ধি এবং মানসিক স্থিরতার ক্ষেত্রে নিয়মিত ধ্যান এবং যোগাভ্যাস কতটা প্রাসঙ্গিক। আলোচনার মাঝেই উপস্থিত প্রতিটি পড়ুয়া হাতেকলমে অভ্যাস করে ধ্যান। আলোচনায় উঠে আসে তরুণ প্রজন্মের অবসাদ বৃদ্ধি, মান্দকাস্তি এবং অনুষ্ঠানটি।

আশুতোষ কলেজের যোগ্য থেরাপি ইউনিট ও এনএসএস ইউনিটের যৌথ উদ্যোগে হয় আইকিউএস-র সহযোগিতায় হব অনুষ্ঠানটি। অনুষ্ঠানের শুরুতে যোগ থেরাপি ইউনিটের এক সদস্য সঙ্গত ভাষণের মধ্য দিয়ে তুলে ধরেন যোগাভ্যাসের প্রয়োজনীয়তা। এরপর ভারতমাতা, বিপ্লবী ক্ষুদিরাম বসু , স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় .এবং ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের ছবিতে পুষ্প প্রদান করে নেন

হিমাচলের ৬ জেলায় কমলা সতর্কতা, ভারী বৃষ্টিতে বন্ধ ১২৪ সড়ক

শিমলা, ১১ আগস্টঃসক্রিয় বর্ষার জেরে প্রবল বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত হিমাচল প্রদেশ। রাজ্যের ছয় জেলায় ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনায় জারি করা হয়েছে কমলা সতর্কতা। লাগাতার বৃষ্টির জেরে পাহাড়ি রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে জনজীবন ব্যাহত হওয়ায় পাশাপাশি একাধিক গুরুত্বপূর্ণ সড়ক যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পাছে। রাজ্য প্রশাসনের তথ্য অনুযায়ী, বৃষ্টিজনিত কারণে বর্তমানে হিমাচল প্রদেশে ১২৪টি সড়ক বন্ধ রয়েছে।রাজ্য জরুরি কার্যক্রম কেন্দ্রের প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী, বন্ধ থাকা সাকগুলির মধ্যে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত মান্ডি জেলা। সেখানে ৫১টি সড়ক বন্ধ রয়েছে। কুল্লভুতে ৩৯টি, শিমলায় ১৬টি, চাম্বায় সাতটি, সিরমৌরে ছয়টি, কাংড়ায় পাঁচটি এবং উদিতা তিনটি সড়ক বর্তমানে যান চলাচলের জন্য বন্ধ রয়েছে। ভারী



বৃষ্টির ফলে পাহাড়ি এলাকায় ধস ও রাস্তার ক্ষয়ক্ষতির কারণে এই যোগাযোগ ব্যবস্থা ব্যাহত হয়েছে বলে প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে।শুধু সড়ক যোগাযোগ নয়, লাগাতার বর্ষণের প্রভাব পড়ছে বিদ্যুৎ ও পানীয় জল সরবরাহ ব্যবস্থাতেও। প্রশাসনের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, রাজ্যজুড়ে প্রায় ২৫৫টি বিদ্যুৎ

ট্রান্সফরমার অচল হয়ে রয়েছে। এর পাশাপাশি ১৭টি জল সরবরাহ প্রকল্পও ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পরিবেশা ব্যাহত করছে। ফলে বিভিন্ন এলাকায় বিদ্যুৎ ও পানীয় জল সরবরাহ স্বাভাবিক রাখতে প্রশাসনের সামনে নতুন করে চ্যালেঞ্জ তৈরি হয়েছে।হিমাচল প্রদেশের শিমলা, কাংড়া, কুল্লু ও সিরমৌর-সহ

একাধিক জেলায় ভারী বৃষ্টির সতর্কতা জারি করা হয়েছে। পাহাড়ি ভূপ্রকৃতির কারণে প্রবল বৃষ্টিতে ভূমিধস এবং আকস্মিক বন্যার আশঙ্কা থাকায় স্থানীয় প্রশাসনকে সতর্ক থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। একইসঙ্গে বন্ধ হয়ে যাওয়া সাকগুলি দ্রুত পরিষ্কার করে যান চলাচল স্বাভাবিক করার কাজও চলছে।বর্ষার মরশুমে হিমাচল প্রদেশে প্রায়ই ভারী বৃষ্টির কারণে সড়ক যোগাযোগ, বিদ্যুৎ পরিষেবা এবং জল সরবরাহ ব্যবস্থা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। চলতি পরিস্থিতিতে প্রশাসনের পক্ষ থেকে সার্বভার মানুষকে সতর্ক থাকার পাশাপাশি প্রয়োজন ছাড়া ঝুঁকিপূর্ণ পাহাড়ি রাস্তায় যাতায়াত না করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। আবহাওয়ার পরিস্থিতির উত্তর নজর রেখে পরবর্তী পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে।

এনডিএ-র মঙ্গল মিলন বৈঠক অনুষ্ঠিত, তিরঙ্গা ওড়ালেন প্রধানমন্ত্রী



নয়াদিল্লি, ১১ আগস্ট : সংসদ ভবনের লাইব্রেরি বিল্ডিংয়ে মঙ্গলবার সকালে অনুষ্ঠিত হল এনডিএ সংসদীয় দলের মঙ্গল মিলন বৈঠক। এদিনের বৈঠকেও হাজির ছিলেন এনসিপিআই সংসদেরা। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জেপি নাড্ডা, বিজেপি সভাপতি নিতিন নরীন-সহ অন্য কেন্দ্রীয় মন্ত্রীরা। বৈঠকে জাতীয় পতাকা হাতে নিয়ে ওান প্রধানমন্ত্রী-সহ উপস্থিত সকলেই।এ দিন বিরোধীদের বিরুদ্ধে প্র্যাকার্ড হাতে সংসদের মকর দ্বারের দিকে মিছিল করেছেন এনডিএ সাংসদরা। এনডিএ-র দাবি, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রশন্ত্রী অমিত শাহ ছাত্র বিক্ষোভ ইস্যুতে আলোচনার জন্য প্রস্তুত, অথচ বিরোধীরা তা থেকে পালিয়ে বেড়াচ্ছে। বিরোধীদের বিরুদ্ধে এদিন পাল্টা প্রতিবাদ করেছে এনডিএ। কেন্দ্রীয়মন্ত্রী অনুপ্রিয়া প্যাটেল বলেছেন, সংসদের এই অধিবেশনটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং সরকার বরাবরই বলে আসছে, তারা আলোচনার জন্য প্রস্তুত। প্রশ্নপর ফাঁস রোধে সরকার একটি কন্ঠের নতুন আইন প্রণয়ন করেছে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও সংসদে বক্তব্য রাখতে প্রস্তুত, কিন্তু বিরোধীদের একমাত্র লক্ষ্য হলো হটগোল সৃষ্টি করা।

২৫ আগস্ট থেকে আমেরিকা-সহ ত্রিদেশীয় সফরে সঙ্ঘ প্রধান মোহন ভাগবত

নাগপুর, ১১ আগস্ট :রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ (আরএসএস)-এর সরঞ্জঘাচালক মোহন ভাগবত আগামী ২৫ আগস্ট থেকে ত্রিদেশীয় সফরে রওনা হবেন। তিনি আমেরিকা, কানাডা ও ব্রিটেন সফরে যাবেন। তিনিটি দেশে বেশ কিছু কর্মসূচিতে যোগ দেবেন সঙ্ঘ প্রধানমঙ্গলবার সকালে আরএসএস-এর প্রচার প্রমুখ সুনীল আদ্বেকের এক্স মাধ্যমে জানিয়েছেন, বিদেশের স্থানীয় সংগঠন ও সংস্থাগুলির আমন্ত্রণে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ (আরএসএস)-এর সরসঙ্ঘাচালক ডঃ মোহন ভাগবত আগামী ২৫ আগস্ট থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা ও ব্রিটেন সফর করবেন। এই সফরটি আরএসএস-এর চলমান শতবর্ষ উদযাপনের সঙ্গেই সম্পর্কিত।

কংগ্রেস নিজস্ব অবস্থান থেকে সরছে না, ফের বললেন খাড়গে



নয়াদিল্লি, ১১ আগস্ট : সংসদে অচলাবস্থা ও বিরোধীদের তুমুল হটগোলের মধ্যেই কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জ খাণ্ডে বললেন, কংগ্রেস নিজস্ব অবস্থান থেকে সরছে না। মঙ্গলবার সংসদ চত্বরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে খাণ্ডে বলেন, আমরা নিজেদের অবস্থান বা দাবি থেকে সরছি না। শুরু থেকেই আমাদের অবস্থান অটল রয়েছে এবং আমাদের তিনিটি সুনির্দিষ্ট বিষয় রয়েছে। প্রথমটি হল শিক্ষার্থীদের ওপর লাঠিচার্জ ও গুলি চালানোর ঘটনা-আমরা জানতে চাই করা এর নিষেধ দিচ্ছেলি।মুখোমুখি হয়ে খাড়াে এই ঘটনা ঘটল আমরা এ বিষয়ে সংসদে বিবৃতি চাই। দ্বিতীয়ত, লাঠিচার্জের ফলে অনেক শিক্ষার্থী অসুস্থ হয়ে পড়েছে। বা হাসপাতালে ভর্তি হতে হয়েছিল শতাধিক শিক্ষার্থী।সামান্য আহত হয় এবং অনেকে পেলেট গানের আঘাতে জখম হয়। আমরা এ বিষয়েও বিবৃতি চাই। ১৮ দিন পেরিয়ে গেছে, অথচ বিবৃতি দেওয়ার কোনও সদিচ্ছা দেখা যাচ্ছে না। তারা কেবল দায়সারাতারে কিছু বলে বিষয়টি এড়িয়ে যেতে চাইছে।এটাই তাদের উদ্দেশ্য। দ্বিতীয় বিষয়টি হলো ‘চাঁদা চোর’-এর (অন্ধান চুরি) প্রসঙ্গ এবং তৃতীয়টি হলো ক্ষমা চাওয়ার দাবি। এই তিনিটি বিষয় শুরু থেকেই ছিল, এখনও প্রাসঙ্গিক এবং সমাধান না হওয়া পর্যন্ত এগুলো বজায় থাকবে।

শিক্ষার্থীদের ওপর লাঠিচার্জের প্রেক্ষিতে কংগ্রেস ও জেএমএম-কে তোপ অনুরাগের

নয়াদিল্লি, ১১ আগস্টঃ ঝাড়খণ্ডের রাঁচিতে শিক্ষার্থীদের ওপর লাঠিচার্জের ঘটনায় কংগ্রেস ও ঝাড়খণ্ড মুক্তি মোর্চার বিরুদ্ধে সরব হয়েছেন বিজেপি সাংসদ অনুরাগ সিং ঠাকুর। মঙ্গলবার সংসদ ভবন চত্বরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে অনুরাগ বলেন, কংগ্রেস-জেএমএম সরকারের শাসনকালে অবিচার ও দমন-পীান চলছে। গত দুই সপ্তাহ ধরে তরুণরা ন্যায়বিচারের দাবিতে রাস্তায় নেমে প্রতিবাদ জানাচ্ছে, কিন্তু বিনিময়ে কংগ্রেস ও ঝাড়খণ্ড মুক্তি মোর্চা তাদের কী দিয়েছে? তারা লাঠিচার্জ করেছে, কাঁটাতারের বেড়া দিয়েছে এবং এমনকি রাতেও অন্ধকারে ঝাড়খণ্ডের তরুণদের ধাওয়া করে আতঙ্কিত করেছে।অনুরাগ আরও বলেন, রাহুল গান্ধী ও হেমন্ত সোমেরনে নির্দেশেই এসব ঘটনা ঘটেছে। রাহুল গান্ধী কি দিল্লি থেকে মেলে সোমেরনকে নির্দেশ দিয়েছিলেন ঝাাখণ্ডের তরুণদের ওপর লাঠিচার্জ করতে এবং তাদের ন্যায়বিচার থেকে বঞ্চিত করতে? একদিকে তিনি দিল্লিতে তরুণদের হয়ে কথা বলার চেষ্টা করেন, অথচ ঝাড়খণ্ডে তাদের জন্য ন্যায়বিচার নিশ্চিত করতে বার্থ হন। যখন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জবাব দিতে প্রস্তুত, তখন কংগ্রেস ও বিরোধী পক্ষ কেন তা স্মনতে অনিচ্ছুক? তারা বারবার নিজেদের অবস্থান পরিবর্তন করেছে-আসলে তারা কী চায়? তারা কখনেই আলোচনা চায়নি তারা কেবল শিরোনামে থাকতে চেয়েছে।

কলম্বিয়ায় ভূমিকম্পে মৃত্যু বেড়ে ১৬২, আহত কমপক্ষে ৫৭০ জন

বোগোট, ১১ আগস্ট : কলম্বিয়ায় ভূমিকম্পে মৃতের সংখ্যা বে়ে হয়েছে ১৬২। এছাাও কমপক্ষে ৫৭০ জন আহত হয়েছেন। সোমবার পশ্চিম কলম্বিয়ায় ভয়াবহ ভূমিকম্প অনুভূত হয়। থরিটার স্কেলে ভূমিকম্পের তীব্রতা ছিল ৭.৪। ইউএস জিওলজিক্যাল সার্ভের বিবৃতি অনুযায়ী, সোমবার কলম্বিয়ার রাজধানী বোগোটা পশ্চিমে প্রায় ৪০০ কিলোমিটার অন্দরে স্যান হোসে দে পামার এলাকায় প্রায় ১০৭ কিলোমিটার মাটির নীচে এই কম্পনের উৎস।ভূমিকম্পের তীব্রতা এতটাই ছিল যে, পড়শি দেশ পানামা এবং ইকুয়েডরেও ভূকম্পন অনুভূত হয়। যদিও সে দেশে খুব একটা ক্ষয়ক্ষতির খবর এখনও পাওয়া যায়নি। ভূমিকম্পের পর কলম্বিয়ায় বড়বড় মহত্বল ডেডও গড়েন। এখনও পর্যন্ত মৃতের সংখ্যা বেড়ে গিয়েছে ১৬২ এবং আহত হয়েছেন ৫৭০ জন।

রাশিফল

মেঘঃ জাতক-জাতিকাদের জন্য
নিজেকে চিনে নেওয়ার,
আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে এগিয়ে যাওয়ার
এবং জীবনে বাস্তব পরিবর্তন আনার
এটাই সমগ্র।
আজ আপনি কোনও
নতুন পরিকল্পনা বা প্রকল্প শুরু
করতে পারেন, যা ভবিষ্যতে
সাফল্যের দরজা খুলে দিতে পারে।
বৃষঃ কোন বন্ধুর কাছ থেকে পাওয়া
কোন বিশেষ প্রশংসা আপনাকে সুখি
করবে। কারণ আপনি আপনার
জীবন গাছের মত করে তৈরী
করেছেন, যে নিজে রোদে দাঁড়িয়ে
থেকে ঝলসানো রোদ সহ্য করে এবং
অপরকে ছায়া দেয়। প্রেম আসবে।
মিথুনঃরাশির জাতক-জাতিকাদের
জন্য দিনটি ইতিবাচক ও
সুজননীল। আজ আপনার
চিন্তাভাবনায় নতুনত্ব ও স্বচ্ছতা
থাকবে, যা আপনাকে কিছু
গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে সক্ষম
করবে। সং সারে শান্তি হতে পারে।
কর্কটঃবাড়ির চিন্তায় আপনি
আশঙ্কিত থাকবেন। এমন জিনিস
কেনার পক্ষে আদর্শ দিন যার দাম
বাতুলে। সং সারে শান্তি হতে পারে।
সিংহঃ জাতক-জাতিকাদের জন্য
আজকের দিনটি উত্সাহ ও
আত্মবিশ্বাসে ভরা থাকবে। নতুন
বছরের সূচনা আপনার জন্য
উসাহব্যঞ্জক হতে পারে। ত পারেন।
কন্যাঃ আজকের দিনটি আপনার
দৈনন্দিন রুটিনকে আরও উন্নত
করার জন্য উপযুক্ত। আপনি নিজের
ভাবনা স্পষ্টভাবে প্রকাশ করতে
পারবেন, যা গুরুত্বপূর্ণ কাজ সম্পন্ন
করতে সাহায্য করবে। প্রেম আসবে।
তুলাঃবাইরের ক্রিয়াকলাপ আজ
ক্লাস্তির এবং ধকলসহ্য হবে। যারা
এখন অবধি বেশি চিন্তাভাবনা না
করে অর্থ ব্যয় করছিলেন তারা
জীবনে এর গুরুত্ব বুঝতে পারে,
কারণ একটি জরুরি প্রয়োজন দেখা
দিত্তে পারে। অর্থের ব্যয় হবে পাও।
বৃশ্চিকঃ আজ আপনি হালকা বোধ
করবেন এবং উপভোগ করার সটিক
মেজাজে থাকবেন। শুভ দিন।
ধনুঃ আজ আপনার জীবনে
ইতিবাচক ও আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা
আসতে পারে। নতুন কিছু শেখা,
কোনও ধর্মীয় অনুষ্ঠান বা ভ্রমণের
সম্ভাবনা রয়েছে। প্রেম আসবে।
মকরঃ আপনার চারপাশের
মানুষের সম্প্রসারিত সমর্থন
আপনাকে খুশি করবে। আপনি যদি
একটি মসৃণ জীবনযাপন করতে চান
এবং জীবনযাত্রার একটি স্থিতিশীল
মান বজায় রাখতে চান তবে
আপনার আর্থিক সম্পর্কে আপনার
আজ মনোযোগী হওয়া দরকার।।
কুর্ভঃ আজ আপনার সৃজনশীলতা,
সামাজিকতা এবং মৌলিক
চিন্তাভাবনা প্রকাশ করার দিন।
আপনি কোনও নতুন পরিকল্পনা,
সমাজসেবা বা প্রযুক্তিগত কাজে যুক্ত
হতে পারেন। কর্মক্ষেত্রে আপনার
উদ্ভাবনী চিন্তাভাবনার প্রশংসা করা
হবে। আর্থিক উন্নতি হতে পারে।
মীনঃ বাচ্চাদের সাথে খেলা
আপনাকে এর চমকপ্রদ নিরাময়কারী
অভিজ্ঞতা প্রদান করবে। আজ,
আপনি বন্ধু মের সাথে একটি
পার্টিতে প্রচুর অর্থ ব্যয় করতে
পারেন। সং সারে শান্তি হতে পারে।

আবহাওয়া

সাগরে ফের তৈরি হচ্ছে নিম্নচাপ অঞ্চল, এর প্রভাবে দক্ষিণপশ্চিম উপকূলবর্তী জেলাগুলিতে ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে বৃষ্টি, রয়েছে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা। আলিপুর আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, নিম্নচাপের প্রভাবে উত্তাল থাকবে সমুদ্র। শুক্রবার পর্যন্ত মৎসাজীবীদের সমুদ্রে যেতে বারণ করা হয়েছে।আবহাওয়া দফতর সূত্রের খবর, উত্তর-পশ্চিম বঙ্গোপসাগরের উপরে রয়েছে ঘূর্ণাবর্ত। তার প্রভাবেই ওই অঞ্চলে বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। আগামী ২৪ ঘণ্টায় দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব মেদিনীপুরে হতে পারে ভারী বৃষ্টি। বুধবার থেকে শুক্রবার কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের সব জেলায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা রয়েছে। সমুদ্র উত্তাল হতে পারে। তাই মৎসাজীবীদের পশ্চিমবঙ্গে এবং উত্তর ওড়িশা সলগ্ন উপকূলে শুক্রবার পর্যন্ত যেতে বারণ করা হয়েছে। মঙ্গলবার সকালে কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৫.৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ১.১ ডিগ্রি কম।।আজকের সবেচাে তাপমাত্রা হয় ৬১ ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং সর্বনিম্ন হয় ২৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস। আপেক্ষিক আর্দ্রতা আজ হতে পারে ৯৬ শতকরা এবং সর্বনিম্ন ৮০শতকরা। আবহাওয়া দপ্তর থেকে জানা

জোয়ার-ভাটা

জোয়ার-সকাল ০৬টা ৪৪মিনিট এবং রাত ১০টা ৪০মিনিটে।
ভাটা-বেলা ০১টা ৪০মিনিট এবং রাত ১১টা ৪০ মিনিট।
সূর্যোদয় সকাল ৫ টা ০৬মিনিটে
চন্দ্রোদয় অস্ত যাবে আজ ৬টা ১৯মিনিটে
হতে পারে।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিশ্ব দূরন্ত বার্তা

৩১ বর্ষ, দৈনিক ২৫২ সংখ্যা, বুধবার , ২৬ শ্রাবণ, ১৪৩৩

বিপ্লবী বটুকেশ্বর

বর্ষমানের মাটিতে ১৮ই নভেম্বর ১৯১০ সালে জন্মেছিলেন এক অনন্য প্রতিভাধর শিশু। নাম তাঁর বটুকেশ্বর, পিতা গোষ্ঠবিহারী দত্ত রেলের চাকরির সুবাদে যিনি পরিবারসহ পাড়ি দেন কানপুরে। সেখানেই শুরু বটুকেশ্বরের বালুশিক্ষা, সেখানেই ধীরে ধীরে গড়ে ওঠে তাঁর মনে দেশপ্রেমের অগ্নিশিখা। কালের প্রবাহে দেখা হয় ভগৎ সিং-এর সঙ্গে সেই দেখা ইতিহাসের গতিপথ ঘুরিয়ে দেওয়ার জন্যই যেন হয়েছিল। ভগৎ সিং ও অজয় ঘোষের অনুপ্রেরণায় তিনি প্রথমে যোগ দেন হিন্দুস্তান রিপাবলিকান অ্যাসোসিয়েশনে, পরে আরও দৃশু পদক্ষেপে যুক্ত হন হিন্দুস্তান সোস্যালিস্ট রিপাবলিকান অ্যাসোসিয়েশনে। বিপ্লবী সহযোগীদের কাছে তিনি পরিচিত ছিলেন এক ছোট, কিন্তু আগুনে নাম বটুকেশ্বর দত্ত। তিনি ছিলেন ব্রিটিশবিরোধী সংগ্রামের এক বিরল বাঙালি বিপ্লবী অগ্নিশিখার মতো দাঁউ দাঁউ করে জ্বলে ওঠা এক তরুণ। ৮ই এপ্রিল ১৯২৯ ভারতের সংগ্রাম ইতিহাসের এক অবিস্মরণীয় দিন। দিল্লির কেন্দ্রীয় আইনসভা ভবনে ভগৎ সিং-এর সঙ্গে বটুকেশ্বর দত্ত নিক্ষেপ করেছিলেন দুটি বোমা, যার উদ্দেশ্য ছিল শুধু ব্রিটিশ সরকারের কানে প্রতিবাদের বজ্রধ্বনি পৌঁছে দেওয়া কাউকে হত্যা করা নয়। পরিকল্পনামাফিক বোমা বিস্ফোরিত হয়, আর সেই সঙ্গে উচ্চারিত হয় দুই বিপ্লবীর অগ্নিঘোষণা, ইনকিলাব জিন্দাবাদ! তবে পালানোর নেশা তাঁদের ছিল না, ছিল আত্মোসংগের দৃঢ় সংকল্প। তাই তারা শাস্ত্যবোধই গ্লেপ্তান ওয়। গ্লেপ্তানের পর ব্রিটিশ সরকার তাঁদের বিরুদ্ধে হত্যা প্রচেষ্টার অভিযোগ তোলে। বিচারপর্বে ভগৎ সিং স্পষ্ট বলেন ফরাসি বিপ্লবী বেলেয়ন্টের মতোই ‘বধিরকে শোনাতে উচ্চকণ্ঠ প্রয়োজন’। তাঁদের লক্ষ্য ছিল আওয়াজ পৌঁছানো, প্রাণ নেওয়া নয়। একে একে তাদের দলের সদস্যরাও গ্লেপ্তার হন। জেলে গুরু হয় নির্মম অত্যাচার। এর প্রতিবাদে বিপ্লবীরা রাজবন্দীর মর্যাদা দাবিতে শুরু করেন এক ঐতিহাসিক অনশন, যেখানে বটুকেশ্বর দত্ত ছিলেন অটল, দৃঢ়চেতা। এই অনশনেই প্রাণ হারান বিপ্লবী যতীন দাস যাকে সংগঠনে এনেছিলেন স্বয়ং বটুকেশ্বর দত্ত। অনশনের জোরে শেষ পর্যন্ত ব্রিটিশ সরকার তাঁদের দাবি মেনে নিতে বাধ্য হয়। ১৯৩৮ সালে মুক্তি পেলেও তাঁর ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয় বাংলায়, পাঞ্জাবে ও উত্তর প্রদেশে প্রবেশে। কিন্তু স্বাধীনতার জন্য সেদিনও তাঁর পথ থামেনি। ১৯৪২-এর ভারত ছাড়ো আন্দোলনে অংশ নিয়ে তিনি আবার বন্দী হন তিন বছরের জন্য। আজীবন তিনি যুক্ত ছিলেন হিন্দুস্থান সমাজপ্রজাতান্ত্রিক সংস্থার সঙ্গে। এই মহান বিপ্লুর শেষ স্বাধীন ছিল গভীর বেনারস, তাঁর অবহেলায়। টিবিতে আক্রান্ত দেহে স্বাধীন দেশের নাগরিক হলেও তিনি পাননি যোগ্য সম্মান বা প্রয়োজনীয় সরকারি সাহায্য। সংসার চালাতে বাধ্য হন পরিবহন ব্যবসা করতে। স্বাধীন ভারতের রাজধানী থেকে দূরে, বিহারের পানীয় তিনি কাটাতে জীবনের শেষ অধ্যায়। ২০শে জুলাই ১৯৬৫ দিল্লির এক হাসপাতালে নিভে যায় স্বাধীনতার জন্য জীবন উৎসর্গ করা এক অগ্নিমানবের প্রদীপ বটুকেশ্বর দত্ত। ভারতের স্বাধীনতা লাভের পর যারাই সশস্ত্র সংগ্রামে অংশ গ্রহণ করেছিলেন তাদের দিকে তাকানোর কোনো সময় ছিল না।

আন্দুল রাজবাড়ি

সামনের মাসের পরই দুর্গা পূজার হৈ হৈ শ্রোতৃপু, কেনাকাটার হিড়িক গুরু হয়ে যায়। দেশ ও বিদেশের সর্বস্বত্রে বাঙালিদের শ্রেষ্ঠ উৎসব এই দুর্গা পূজা। সর্বকিছু ভুলে বাঙালীরা মেতে উঠবে এই শ্রেষ্ঠ উৎসবে। চারিদিকে আলোর রোশনাই, মন্ত্র পাঠে মুখরিত হয়ে উঠবে সারা বাংলা, বাংলার বাইরে ও বিদেশেও। যেখানে স্মৃতিতে অতলে তলিয়ে যাওয়া বাড়িগুলোর পুজো দেখতে। পুরানো দিনের চুন বালি খসা ঐতিহ্যে পূর্ণ বাড়িগুলো। এইসব বাড়িগুলোর বর্তমান প্রজন্ম কোনো রকমে টিকিয়ে রেখে চলেছে এই দুর্গাপূজার বহিহ্য। এই পুরোনো জমিদার বাড়িগুলো কেমন আকর্ষন করে। স্পর্শ করে সেইসব দিনের জাঁকজমক পূর্ণ দিনের কথা মনে করতে ভালো লাগে। আন্দুল রাজাবাড়ি দুর্গাপূজা। হাওড়া জেলার আন্দুলে অবস্থিত প্রায় দুইশত বছরের বেশি পুরনো এক ঐতিহাসিক ও স্থাপত্যের নিদর্শন হলো আন্দুল রাজবাড়ি। বর্তমানে এই বিশাল বাড়িটি জীর্ণ হলেও এর রাজকীয় স্তম্ভ ও নকশা অতীতের গৌরব মনে করিয়ে দেয়। ১৮৩০ সালে রাজা রামনারায়ণ রায় বাড়িটি তৈরির কাজ শুরু করেনযার কাজ চলে ১৮৩৪ পর্যন্ত। তখনকার দিনে এই প্রাসাদ তৈরী করতে খরচ হয় প্রায় ২ কোটি ৮ লক্ষ টাকা। প্রাসাদের নাম দেওয়া হয় ‘ আনন্দমঠ’। পেলাই এই প্রাসাদের সর্বান্দে এককোণার ছাপ। বাড়ির সামনে কেবল মাঝের অংশে গোটা ১২ স্তম্ভ, একেকটি প্রায় ৬০ ফুট উঁচু। এটিকে বলে নাচঘর। এই অংশে, ভিতরে এককালে ছিল ২০টি বাহারি স্তম্ভ। উপর থেকে ঝুলত ঝাড়বাতি। নানী বাদ্জি, নর্তকীদের মজলিস লেগেই থাকত। এর দু’পাশে তিন তাল ভবনের দুটি অংশ। প্রতিটি তল ২০ ফুট উঁচু। এই তিন তলেই লোক থাকতেন। নাচঘর তেও টোচির্,উপরে খোলা ছাদ দিয়ে সরাসরি নাচে বৃষ্টির জল পড়ে। চারপাশে আগাছায় ভরা। সামনের প্রায় তিন বিঘা আয়তনের খোলা মাঠের অধিকারেও যেন থাবা বসিয়েছে অব্যাহ। বিখ্যী মাঠের সামনে এক পেলাই রাজ প্রাসাদ। রাজ বাড়ির সম্মুখে রয়েছে প্রায় ৫০ ফুট উচ্চতার ডোরিক স্থাপত্যের অনুকরণে গঠন করা ১০ টি প্রকাণ্ড স্তম্ভ। স্তম্ভ গুলির পরিধি এতটাই বেশি, যে কমপক্ষে তিনজন মানুষ একে অপরের হাত ধরে দাঁড়ালে তবেই একটি স্তম্ভকে পুরোপুরি স্পেক্ষন করা যাবে। স্তম্ভগুলি পেরোলেই বাড়ির ভিতরের এই অংশটিতে গড়ে উঠেছে নাচঘর, যাকে ঘিরে রয়েছে প্রায় ১৬ টি উঁচু স্তম্ভ। নাচঘরের দুপাশে রয়েছে।

শ্রীশ্রীঅনুকূল ঠাকুর



শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর বলেন যে ধর্ম মানুষকে আলোর পথ দেখাবে। সে ধর্ম হচ্ছে সেবা। সেবাই হচ্ছে পরম ধর্ম। সব ধর্মে ওপরে তার

ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব



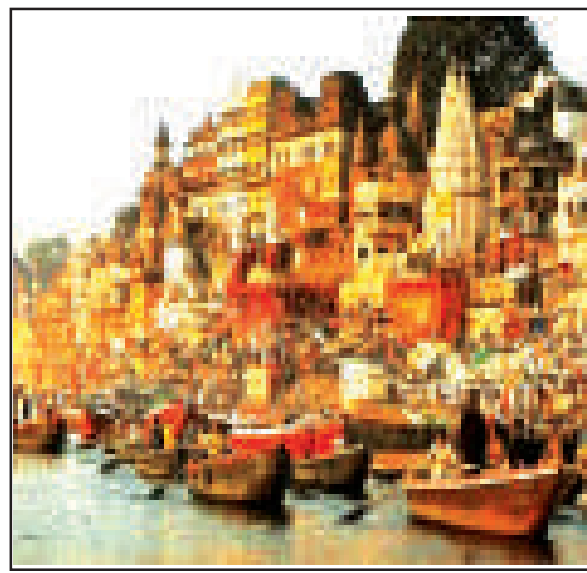
ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব বলতেন, আদর্শই দেশকে পারে বাঁচাতে। নাটলে গোটা দেশটা একেবারে ধ্বংসে পথ ধরে এগিয়ে চলতে থাকবে। ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব চেয়েছিলেন, দেশের তরুণরা আত্মনির্ভরতার ওপরে ভরসা করে এগিয়ে যাক। এটা একটি দীর্ঘকালীন পরিকল্পনা মানুষের মধ্যে গড়ে উঠুক। আত্মনির্ভরতা

দিকে বিপদ থেকে উদ্ধার পেতে হবে। আত্মনির্ভরতা করতে মনে শক্তির সঞ্চয় বৃদ্ধি করতে হবে। শক্তি সম্পদ কীভাবে বাড়ানো যেতে পারে তার দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। নিজের শক্তি সম্পত্তি বৃদ্ধি করতে পারলেই দেশের শ্রীশক্তি সম্পদ বৃদ্ধি হবে। এটা ঠাকুর রানবার বলতেন। তিনি পড়াশুনাকে সম্পদ হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন। ভালো পড়াশুনা করার প্রয়োজন রয়েছে। হাতের কাজ শেখা থেকে শুরু করে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের মধ্যেও সম্পদ সৃষ্টি করা সম্ভব বলে তিনি ব্যাখ্যাও দিয়েছেন। লেখাপড়া সম্পদ সৃষ্টি করার প্রথম ধাপ বলে তিনি মনে করতেন। শিক্ষা গ্রহণ করে নিজেকে শক্ত খুঁটি ওপরে দাঁড় করানোর কথা ব্যক্ত করেছেন।

পৌরাণিক যোগসূত্রে বারাণসী গড়ে ওঠে

রবীন্দ্রকুমার শীল

কাশীর প্রতিটি ঘাটের ভারতের পৌরাণিক যোগসূত্র যেভাবে গড়ে উঠেছে তা আর ভারতের কোনও ঘাট নিয়ে গড়ে ওঠা সম্ভব হয়নি। কেন কাশীর সঙ্গে ভারতের পৌরাণিক যোগসূত্র তৈরি হল তার উত্তর খুঁজতে গিয়ে দেখতে পাওয়া গিয়েছে যে আৰ্য পণ্ডিতেরা কাশীর পরিলেশকে ভাষোবেসে ফেলেছিলেন। তারা মনে করেছিলেন এই এরকম মনোরম একটি স্থানে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খোলা



সম্ভব হতে পারে। তখন তো তপোবন শিক্ষা বেশি প্রাধান্য ছিল। যদি আমরা প্রাচীন কাশীর দিকে তাকাই তাহলে দেখতে পাবো যে আৰ্য যুগে তপোবন শিক্ষার পরিবেশ থেকে কাশীর শিক্ষার পরিবেশ খুব একটা বেশি পার্থক্য ছিল না। কাশীর সূচনা কালে যে সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বা টোল গড়ে উঠেছিল সেখানে গুরুগৃহে থেকে পড়াশুনা করতে হতো এবং গুরু সেবা করা থেকে শুরু করে পশু লালন পালন ও কৃষি কাজের প্রতি বেশি করে মনোযোগ দিতে হতো। কাশী বা বেনারস কিংবা সারনাথ ও গয়া এই সব অঞ্চল ধর্ম চর্চার কেন্দ্র হিসাবে গড়ে উঠেছিল। তখন কিন্তু মোক্ষ লাভের স্থান ছিল না এই সব অঞ্চল। শিক্ষা গ্রহণ করা এবং সেই সঙ্গে ভারতীয় শাস্ত্র, পুরাণ চর্চা ও কাব্য চর্চার কেন্দ্র হিসাবে চিহ্নিত হতে থাকে। কথিত রয়েছে বাংলার কবি জয়দেব কাশী গিয়েছিলেন। সেখানে তিনি বেশ কিছু কাল বসবাস করেন। তবে যেহেতু তিনি রাজসভার কবি ছিলেন সেই কারণে কাশীতে দীর্ঘকাল ধরে থাকা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি। মহাকবি কালিদাসও কাশীতে এসে ছিলেন। কাশী হচ্ছে এমন একটি স্থান সেখানে ভারতের পণ্ডিত সমাজ একবার না একবার এসে তাকে স্পর্শ করে গিয়েছেন। প্রাচীন ভারতে

কাশীর স্থান ছিল প্রথম সারিতে। শাস্ত্রানুরাগীরা কাশীতে বসবাস করতেন এবং শাস্ত্র নিয়ে চর্চা করতেন। রবীন্দ্রকুমার প্রতীতিত হতে থাকে। কাশীকে রক্ষা করতে গিয়ে যেমন কবি তুলসীদাস ‘রামচরিতমানস’ কাব্য রচনা করেছিলেন ঠিক সেই রকম চৈতন্যদেব বাংলায় ‘চৈতন্য ভাগবত’ এবং ‘চৈতন্যচরিতামৃত’ রচনা করার পরিবেশ তৈরি করে ফেলেছিলেন। মনে রাখতে হবে যে বাংলার পরিবেশ এবং কাশীর পরিবেশের মধ্যে বিরাট পার্থক্য রয়েছে। কাশীর রাজনৈতিক, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক পরিবেশ এর সঙ্গে বাংলার রাজনৈতিক সামাজিক এবং অর্থনৈতিক পরিবেশের মিল খায় না। সেই কারণে চৈতন্যদেব এখানে কৃষ্ণকে সামনে রেখে ধর্মীয় সংগ্রাম করেছিলেন। কাশীতে রামকে সম্মুখে রেখে যেমন তুলসীদাস ধর্মীয় সংগ্রামকে শক্তিশালী করে শ্রদ্ধাদের নিধন করার পথকে নির্মাণ করেছিলেন। ঠিক সেই রকম চৈতন্যদেব বাংলায় কৃষ্ণকে সামনে রেখে তন্ত্র সাধনা এবং মৌলবাদীদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছিলেন। কাশীতে তিনি প্রাধান্য দিয়েছিলেন। পণ্ডিতদের নব ধর্মীপের সংলগ্ন এলাকায় স্থান দিয়েছিলেন। সারা নদীয়া তখন

পুরাণ ও শাস্ত্র চর্চায় মগ্ন ছিলেন। কাশীতে এসে তিনি অনুভব করতে পারলেন যে বাংলায় যে তন্ত্র সাধনা চলছে তা মধ্যে থেকে কোনও লাভ নেই। কাশীতে যে শাস্ত্র চর্চা চলছে কাব্য- সংখ্যা চর্চা চলছে তাতে নবধর্মীপে প্রতিষ্ঠা করতে হবে। কাশীতে শিব তখন প্রাধান্য লাভ করতে শুরু করে দিয়েছে। শিব মাহাত্ম্য প্রচার পেয়েছে। বাংলায় তখন কালী সাধনা চলছে। কালী সাধনালী আসলে তন্ত্র সাধনা। তন্ত্র সাধনা হচ্ছে পিশাচ সাধনা। এই সাধনা থেকে বাংলাকে রক্ষা করতে হবে। কাশী বেরকমভাবে একটি স্বতন্ত্র সম্ভার মধ্যে দিয়ে গড়ে উঠে নিজেরে স্বাধীন অস্তিত্বকে প্রকাশ করতে শুরু করে দিয়েছে বলায় নবধর্মীপকে সেই আলোকে আলোকিত করতে হবে। তবে কাশীর মতো নবধর্মীপকে গড়ে তোলা একেবারে অসম্ভব হলেও তাকে সম্ভবে পরিণত করতে হবে। সেই কারণে চৈতন্যদেব কাশী থেকে ফিরে এসেই নবধর্মীপকে কাশীর মতো পণ্ডিত পরিবেশ তৈরি করার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। চৈতন্যদেবের একটি ঈশ্বর প্রদত্ত ক্ষমতা ছিল। তা হল আকর্ষন ক্ষমতা। তাঁর ব্যক্তিত্ব এবং অপূরণ চেহারা সেই সময়ে ভারতের পণ্ডিত সমাজকে আকৃষ্ট করে। তার ফলে নবধর্মীপকে ঘিরে পণ্ডিত এসে

উ পস্থিত হতে থাকে। চৈতন্যদেবকে ঘিরে রাখা কৃষ্ণ পাদবলী এবং নাটক রচনা হতে শুরু করে। রবীন্দ্রকুমার প্রতীতিত হতে থাকে। কাশীকে রক্ষা করতে গিয়ে যেমন কবি তুলসীদাস ‘রামচরিতমানস’ কাব্য রচনা করেছিলেন ঠিক সেই রকম চৈতন্যদেব বাংলায় ‘চৈতন্য ভাগবত’ এবং ‘চৈতন্যচরিতামৃত’ রচনা করার পরিবেশ তৈরি করে ফেলেছিলেন। মনে রাখতে হবে যে বাংলার পরিবেশ এবং কাশীর পরিবেশের মধ্যে বিরাট পার্থক্য রয়েছে। কাশীর রাজনৈতিক, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক পরিবেশ এর সঙ্গে বাংলার রাজনৈতিক সামাজিক এবং অর্থনৈতিক পরিবেশের মিল খায় না। সেই কারণে চৈতন্যদেব এখানে কৃষ্ণকে সামনে রেখে ধর্মীয় সংগ্রাম করেছিলেন। কাশীতে রামকে সম্মুখে রেখে যেমন তুলসীদাস ধর্মীয় সংগ্রামকে শক্তিশালী করে শ্রদ্ধাদের নিধন করার পথকে নির্মাণ করেছিলেন। ঠিক সেই রকম চৈতন্যদেব বাংলায় কৃষ্ণকে সামনে রেখে তন্ত্র সাধনা এবং মৌলবাদীদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছিলেন। কাশীতে তিনি প্রাধান্য দিয়েছিলেন। পণ্ডিতদের নব ধর্মীপের সংলগ্ন এলাকায় স্থান দিয়েছিলেন। সারা নদীয়া তখন জগতে শুরু করে দিয়েছে। কাশীর জনজীবনকে রক্ষা করতে কবি তুলসীদাদের যে মনস্কাম সংগ্রাম করেছিলেন ঠিক সেই রকম চৈতন্যদেব বাংলায় থেকে তন্ত্র সাধক এবং মৌলবাদী শক্তিরের পরাস্ত করতে অগ্রসর হয়েছিলেন। চৈতন্যদেব যতদিন জীবিত ছিলেন ততদিন বঙ্গভূমিতে কোনও ধর্মীয় উৎপাত ছিল না। একই অবস্থা দেখতে পাওয়া গিয়েছিল তুলসী দাসের সময় কাশীতে। বলা যেতে পারে তুলসীদাসের সময় কাশীতে নবজাগরণ হয়েছিল যেরকম বঙ্গভূমিতে চৈতন্যদেব নবজাগরণ নিয়ে এসেছিলেন। চলে আসছি পঞ্চগঙ্গা ঘাটের কথায়। পঞ্চগঙ্গা ঘাট নিয়ে আলোচনা করাটা অতি প্রয়োজন। না হলে কাশীর ঘট নিয়ে আলোচনা অসমাপ্ত থেকে যাবে। **পঞ্চগঙ্গা ঘাট** ৪ ভৌসলে ঘাট, নয়া ঘাট, মোহাটা ঘাট, রাম ঘাট মঙ্গলাগৌরী ঘাট পার হয়ে এসে উ পস্থিত হলাম পঞ্চগঙ্গা ঘাটে। জানা গিয়েছে যে এখানে অতীত কালে ধূতপাপা, যমুনা, কিরণা, সবস্বতী আর গঙ্গা এই পাঁচটি নদীর মিলন স্থল ছিল বলেই এর নাম হয়েছে পঞ্চগঙ্গা। এক সময়ে এইখানে ছিল একটি বড় মন্দির। বিন্দুমাধব মন্দির। হিন্দু বিদ্বেরী গুপ্তরাজেব সেই মন্দির ভেঙে আলমগীর মসজিদ তৈরি করেন। সাধক তৈলঙ্গস্বামীরা সাধনক্ষেত্র

ছিল এই ঘাটটি। এখানে তৈলঙ্গ স্বামীর মন্দিরে রয়েছে তাঁর ব্যবহৃত খড়ম, দুটি পাদা, মালা। শাস্ত্র পরিবেশ। মন্দিরের মধ্যে রয়েছে বিশাল শিবলিঙ্গ। গঙ্গা থেকে শিব লিঙ্গকে উদ্ধার করেছিলেন তৈলঙ্গস্বামী। পঞ্চগঙ্গা থেকে শুরু হয় পঞ্চকোষী যাত্রা। এটিকে বিশেষ পুণ্যকর্ম বলে মানা হয়ে থাকে। প্রথমে মণিকর্ণিকা কুণ্ড থেকে কেন্দ্রেশ্বর (৩ক্রোশ), ২. কেন্দ্রেশ্বর থেকে ভীমাচলী (৫ ক্রোশ), ৩. ভীমা চল্ী থেকে রামেশ্বর (৭ ক্রোশ), ৪. রামেশ্বর থেকে শিবপুর (৪ ক্রোশ), ৫. শিবপুর থেকে কপিলধারা (৫ ক্রোশ), ৬. কপিলধারা থেকে মণিকর্ণিকা কুণ্ড (৩ ক্রোশ) সব মিলিয়ে ২৫ ক্রোশ। বলা যেতে পারে ৮০ কিলোমিটার। যাত্রার অন্তিম দিনে সকলে এসে পৌছায় পঞ্চগঙ্গা ঘাটে। গঙ্গায় স্নান করে। তারপর যায় মণিকর্ণিকা কুণ্ড। সেখানে স্নান সেরে যায় বিশ্বনাথ মন্দির। যাত্রা সমাপ্ত হয় সাক্ষী বিনায়ক মন্দিরে। গঙ্গের পূজা দিয়ে যাত্রা শেষ হয়। অতীতে বছরে দুইবার পঞ্চকেশী যাত্রা হতো। শুধু স্থানীয় মানুষ নয়, বাইরের লোকেরাও এতে অংশ গ্রহণ করতো। পঞ্চগঙ্গা ঘাটের পরেও রয়েছে আরও বেশ কয়েকটি ঘাট। রেল ব্রীজ পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছে ঘাট। যে কথায় এখানে আলোচনা করার খুব প্রয়োজন রয়েছে তা হল পঞ্চ কথাটিকে নিয়ে। ভারতীয় ধর্মীয় সংস্কৃতিতে দেখতে পাওয়া গিয়েছে যে পঞ্চ কথার সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে বহু ধর্মীয় নিদর্শন। পঞ্চমুখী শঙ্খ, পঞ্চমুখী রত্নাকর, পঞ্চ নন্দনদী, পঞ্চবদন পঞ্চ ভাই ইত্যাদি। বিজের সংখ্যার ওপরে বেশি করে জোর দেওয়া দিকে পক্ষপে গ্রহণ করেছে ভারতীয় ধর্মীয় সংস্কৃতি। তিনে বার প্রদক্ষিণ। তিনবার শপথ গ্রহণ। সব কিছুতেই দেখা পাওয়া যায় বিজোড় সংখ্যার ওপরে বেশি করে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়ে থাকে। কাশী তার থেকে ব্যতিক্রম ছিল না। এখানে পঞ্চগঙ্গা ঘাট এবং পঞ্চকেশী যাত্রার ওপরে সবার দৃষ্টি আকর্ষিত হয়েছে এবং তা জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। বারাণসীর সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত বিচিত্র বর্ণময় রূপ যা পৃথিবীর আর অন্য কোথাও তার দর্শন পাওয়া একেবারে অসম্ভব। রাত্রি যত থাক ততই বারাণসী জগতে থাকে। রাত যত গভীর হতে থাকে ততই বারাণসী ঘুম ভাঙতে থাকে। আলো আধার এবং আলো ছায়ার মধ্যে দিয়ে মন্দিরে মন্দিরে বাজতে থাকে কঁাসরঘণ্টা। মঙ্গলশঙ্খ থেকে শুরু হয়ে দেব অর্চনা। পূর্বের আকাশ ক্রমশ লাল হয়ে উঠে।

গ্রাম বাংলার সৌন্দর্য যিনি না দেখেছেন তিনি বাংলা দেখেননি

কেবল গুপ্ত
ষষ্ঠীতলা ছেলের রাজ্য, সেখানে কেবল ছেলেরা; ঘরে ছেলে, বাইরে ছেলে, জলে স্থলে, পথে ঘাটে, গাছের ডালে, সবুজ ঘাসে মেদিকে দেখে সেইদিকই ছেলের পাল, মেয়ের দলা। কেউ কানো, কেউ সুন্দর, কেউ শ্যামলা। কারো পায়ে নুপুর কারো কঁকালে হেলো, কারো গলায় রংগোল দাগে। কেউ বাশি বাজাচ্ছে কেউ ঝুমঝুমি ঝুমঝুম করছে, কেউবা পায়ের নুপুর বাজিয়ে বাজিয়ে কচি হাত ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে নেচে বেড়াচ্ছে। কারো পায়ে লাল জুতুয়া, কারো মাথায় রাঙাটুপি, কারো গায়ে ফুলদারলক্ষ টাকার মলমলি চাদর। কোনো ছেলে রোগা-রোগা, কোনো ছেলে মোটােসোটা, কেউ দস্যি, কেউ লক্ষ্মী। একদল কাঠের ঘোড়াটকবক হাঁকাচ্ছে, একদল দিগ্বিশ জলে মাছ ধরছে, একদল বাঁধের জলে নাইতে নেমেছে, একদল তলায় ফুল কুড়াচ্ছে, একদল গাছের খালে ফল পাড়ছে, চারিদিকে খেলাধুলাে, মারামারি, হাসিকান্না। সে এক নতুন দেশ, স্বপ্নের রাজ্য। সেখানে কেবল ছুটোছুটি, কেবল খেলাধুলাে; সেখানে পাঠশালা নেই, পাঠ শালের গুরু নেই, গুরুর হাতে বেত নেই। সেখানে আছে দিঘির কালো জল তার ধারের সর বন, তেপাস্তুর মাঠ তার পরে আমকঁঠালের বাগান, গাছে গাছে ন্যাজকোলা টিয়েপাখি, নদীর জলে গায়ে-চোখ বোয়াল মাছ, কচু বনে মশার ঝাঁক। আর আছেন বনের ধারে বর্নগাঁ-বাসী মাসি-পিসি, তিনি খেয়ের মোয়া গড়েন, ঘরের ধারে ডালিম গাছটি তাতে প্রভু নাচেন। নদীর পারে জন্তীগাছটি তাতে জন্তী ফল ফলে, সেখানে নীল ঘোড়া মাঠে মাঠে চরে বেড়াচ্ছে, গৌড় দেশের সোনার ময়ূর পথে ঘাটে গড়াগড়ি যাচ্ছে। ছেলেরা সেই নীল ঘোড়া নিয়ে, সেই সোনার ময়ূর দিয়ে ঘোড়া সাজিয়ে, ঢাক মুং কাঁবার বাজিয়ে, ডুলি চাপিয়ে, কমলা পুলির দেশে পুটুরানীর বিয়ে দিতে যাচ্ছে। বানর কমলাপুলির দেশে গায়ে বস্ত্র পরিয়ে পাঠের দেশে, সেখানে কেবল বাঁকে বাঁকে টিয়েপাখি, তারা দাঁড়ে বলে ধান শেঁটি, গাছে বাবে কেঁদেমেচ্ করে, আর সে-দেশের ছেলেরের নিয়ে খেলা করে। সেখানে লোকেরা গাই-বলদে চাষ করে, হীরে দিয়ে দাঁত ঘষে। সে এক নতুন দেশ; সেখানে নিমেঘে সকাল, পলকে সন্ধ্যা হয়, সে দেশের কাণ্ডই এক! বুরঝুরে গািলর মাঝে চিক্‌চিকে জল, তারি ধারে এক পাল ছেলে দোলায় চেপে ছ-পণ কড়ি গুণতে গুণতে মাছ ধরতে এয়েছে; কারো পায়ে মাহের কাটা ফুটেছে, কারো চাঁদমুখে রোদ পড়েছে। জেলেনের

ধনী বিবাণ নতুন যাত্রা শুরু এবার।’ প্রাবন্ধিক সজনীকান্ত বাংলা গদ্য সাহিত্যের ইতিহাস গ্রন্থে আদি যুগ ও সময়ের বাংলা গদ্যকে নতুন আঙ্গিকে স্থাপন ও সৃষ্টি করেছেন। প্রাবন্ধিক গবেষক বাংলা গদ্যের আদিযুগের বিচ্ছিন্ন উপাদানকে যত্নসহকারে ধারাবাহিকভাবে বিন্যস্ত করে গদ্যের স্বরূপকে উপলব্ধি করার চেষ্টা করেছেন। সজনীকান্ত ‘উইলিয়ম কেরী’ সম্পর্কিত মন্তব্য প্রণিয়ানযোগ্য - ‘, একদিক হইতে আরবী, ফার্সী ও অ্যান্ডিক হইতে সংস্কৃতের চাপে বাংলা ভাষার যখন মৃতকল্প অবস্থা, তিনিই তখন আশ্চর্যরকম দূরদৃষ্টি দেখাইয়া এই ভাব্যার আশ্রয়ে আত্মপ্রকাশ করিতে দ্বিধা করেন নাই; অন্য প্রাদেশিক বা প্রচলিত ভাষার প্রাধান্য অস্বীকার করিয়া সংস্কৃতানুসারিণী বাংলাকেই তিনি ভারতীয় প্রচলিত ভাষাসমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ আসন দিয়াছিলেন। কবি সাহিত্যিক সজনীকান্তের আত্মস্মৃতি প্রবন্ধ অতি অবশ্যই আত্ম নিষ্ঠ। সমকালীন সময় ও সমাজের সাংস্কৃতিক জগতের সফল তথ্যগুচ্ছ চিত্রাঞ্জলী এতে কালজয়ী ভাবনায় উপস্থাপন করে সাধা জাগিয়ে ছিলেন। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ সহ বহু প্রসিদ্ধ কবি সাহিত্যিকদের সঙ্গে সৌন্দর্য মন্ডিত সাহিত্য জীবনের হুক ও ছবি এই গ্রন্থের মূর্ত প্রতীক। গবেষক সজনীকান্ত দাসের রবীন্দ্রনাথ জীবন ও সাহিত্য গ্রন্থে (১৯৪৬), পথের সন্ধান (১৯৪৬), স্বাধীন ভারতের রাষ্ট্রভাষা (১৯৪৯), ক্যাপ্টেন জেমস্‌ স্টিওয়াট, ফেলিপ্স কেরী(১৯৫১), আত্মস্মৃতি(প্রথম খণ্ড ১৯৫৪, দ্বিতীয় খণ্ড ১৯৫৬, তৃতীয় খণ্ড ১৯৭৭),রবীন্দ্রনাথ জীবন ও সাহিত্য (১৯৬০), বাংলা গদ্য সাহিত্যের ইতিহাস (১৯৬২) ইত্যাদি। কবি সাহিত্যিক, সমালোচক, গীতিকার ও সম্পাদক সজনীকান্ত দাসের লেখা গান ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট স্বাধীনতা দিবসে সুকৃতি সনের কণ্ঠে প্রতিধ্বনিত -‘বন্দেমাতরম বন্দেমাতরম ভারতের বাজে নিশান নব চরিত্রের বাজে বিপত্তি। ধর্মতর হুগেছে তম সাংস্পর্কে।’

ছেলে জাল মুড়ি দিয়ে ঘুম দিচ্ছে; এমন সময় টাপুর-টপুর বিষ্টি এল, নদীতে বান এল; অমনি সেই ছেলের পাল, সেই কাঠের দোলা, সেই ছ-পণ কড়ি ফেলে, কোন পড়ো। গায়ে ঘরের কোণ ফিরে গেল। পথের মাঝে তাদের মাছ গুলো ডিলে কেড়ে নিলে, কোলা ব্যাঙে ছিপগোলে টেনে নিলে, খোকাবাবুর ক্ষেপ্ত হেয়ে ঘরে এলেন, মা তপ্ত দুধ জুড়িয়ে খেতে দিলেন। আর সেই চিক্‌চিকে জলের ধারে বুরঝুরে বালির চরে শিবঠাকুর এসে নীকো বালিলেন, তার সঙ্গে তিন কন্যে; এক কন্যে রাঁধলেন বাড় লেন, এক কন্যে খেলেন আর এক কন্যে না-পেয়ে বাপের বাড়ি গেলেন। বানর তার সঙ্গে বাপের বাড়ির দেশে গেল। সেখানে জলের ঘাটে মেয়েগুলি নাইতে এসেছে, কোলা কালো চুলগুলি বাড়তে লেগেছে। ঘাটের দুপাশে দুই রুই কাতলা ভেসে উঠল, তার একটি গুরুঠাকুর নিলেন, আর একটি নায়ে ডরা টিয়েটিয়ে সাছিল সে নিলে। তাই দেখে ভোঁদড় টিয়েকে এক হাতে নিয়ে ধুম্মার মাছকে এক হাতে নিয়ে নাচতে আরম্ভ করলে, ঘরের দিওয়ারে খোকার মা খোকাবাবুকে নাচিয়ে নাচিয়ে বললেন: ‘ওরে ভোঁদড় ফিরে চা, খোকার নাচন দেখে যা’।লেখা না সিনেমা বোঝা দায়। হবে নাই বা কেন? ইনি তো ছবি দেখেন।

এই তো কিছুদিন আগেই দেখলাম মাছ, কচু বনে মশার ঝাঁক। আর আছেন বনের ধারে বর্নগাঁ-বাসী মাসি-পিসি, তিনি খেয়ের মোয়া গড়েন, ঘরের ধারে ডালিম গাছটি তাতে প্রভু নাচেন। নদীর পারে জন্তীগাছটি তাতে জন্তী ফল ফলে, সেখানে নীল ঘোড়া মাঠে মাঠে চরে বেড়াচ্ছে, গৌড় দেশের সোনার ময়ূর পথে ঘাটে গড়াগড়ি যাচ্ছে। ছেলেরা সেই নীল ঘোড়া নিয়ে, সেই সোনার ময়ূর দিয়ে ঘোড়া সাজিয়ে, ঢাক মুং কাঁবার বাজিয়ে, ডুলি চাপিয়ে, কমলা পুলির দেশে পুটুরানীর বিয়ে দিতে যাচ্ছে। বানর কমলাপুলির দেশে গায়ে বস্ত্র পরিয়ে পাঠের দেশে, সেখানে কেবল বাঁকে বাঁকে টিয়েপাখি, তারা দাঁড়ে বলে ধান শেঁটি, গাছে বাবে কেঁদেমেচ্ করে, আর সে-দেশের ছেলেরের নিয়ে খেলা করে। সেখানে লোকেরা গাই-বলদে চাষ করে, হীরে দিয়ে দাঁত ঘষে। সে এক নতুন দেশ; সেখানে নিমেঘে সকাল, পলকে সন্ধ্যা হয়, সে দেশের কাণ্ডই এক! বুরঝুরে গািলর মাঝে চিক্‌চিকে জল, তারি ধারে এক পাল ছেলে দোলায় চেপে ছ-পণ কড়ি গুণতে গুণতে মাছ ধরতে এয়েছে; কারো পায়ে মাহের কাটা ফুটেছে, কারো চাঁদমুখে রোদ পড়েছে। জেলেনের

ওটিতে পারে না। প্রতি মিয়াক্ষিকে দেখাতে পারে কিন্তু মায়্য কলমের এমন হাতছানি দিতে পারবে কি? সেই যাবে অনন ঠাকুর শিশুদের কলম করে জ্ঞান দাঁত ঘষে। সে এক নতুন দেশ; সেখানে নিমেঘে সকাল, পলকে সন্ধ্যা হয়, সে দেশের কাণ্ডই এক! বুরঝুরে গািলর মাঝে চিক্‌চিকে জল, তারি ধারে এক পাল ছেলে দোলায় চেপে ছ-পণ কড়ি গুণতে গুণতে মাছ ধরতে এয়েছে; কারো পায়ে মাহের কাটা ফুটেছে, কারো চাঁদমুখে রোদ পড়েছে। জেলেনের

বাংলার রসরঙ্গের কবি সজনীকান্ত

কৌশিক দাস

বিস্মৃতপ্রায় সজনীকান্ত দাস। প্রাবন্ধিক সজনীকান্ত দাস বাংলা গদ্য সাহিত্যের ইতিহাস গ্রন্থে আদি যুগ ও সময়ের বাংলা গদ্যকে নতুন আঙ্গিকে স্থাপন ও সৃষ্টি করেছেন।



প্রাবন্ধিক গবেষক বাংলা গদ্যের আদিযুগের বিচ্ছিন্ন উপাদানকে যত্নসহকারে ধারাবাহিকভাবে বিন্যস্ত করে গদ্যের স্বরূপকে উপলব্ধি করার চেষ্টা করেছেন। সজনীকান্ত ‘উইলিয়ম কেরী’ সম্পর্কিত মন্তব্য প্রণিয়ানযোগ্য। একদিক হইতে আরবী, ফার্সী ও অ্যান্ডিক হইতে সংস্কৃতের চাপে বাংলা ভাষার যখন মৃতকল্প অবস্থা, তিনিই তখন আশ্চর্যরকম দূরদৃষ্টি দেখাইয়া এই ভাষার আশ্রয়ে আত্মপ্রকাশ করিতে দ্বিধা করেন নাই; অন্য প্রাদেশিক বা প্রচলিত ভাষার প্রাধান্য অস্বীকার করিয়া সংস্কৃতানুসারিণী বাংলাকেই তিনি ভারতীয় প্রচলিত ভাষাসমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ আসন দিয়াছিলেন। কবি সাহিত্যিক সজনীকান্তের আত্মস্মৃতি প্রবন্ধ অতি অবশ্যই আত্মনিষ্ঠ। সমকালীন সময় ও সমাজের সাংস্কৃতিক জগতের সফল তথ্যগুচ্ছ চিত্রাঞ্জলী এতে কালজয়ী ভাবনায় উপস্থাপন করে সাধা জাগিয়েছিলেন। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ জীবন ও সাহিত্য গ্রন্থে (১৯৪৬), পথের সন্ধান (১৯৪৬), স্বাধীন ভারতের রাষ্ট্রভাষা (১৯৪৯), ক্যাপ্টেন জেমস্‌ স্টিওয়াট, ফেলিপ্স কেরী(১৯৫১), আত্মস্মৃতি(প্রথম খণ্ড ১৯৫৪, দ্বিতীয় খণ্ড ১৯৫৬, তৃতীয় খণ্ড ১৯৭৭),রবীন্দ্রনাথ জীবন ও সাহিত্য (১৯৬০), বাংলা গদ্য সাহিত্যের ইতিহাস (১৯৬২) ইত্যাদি। কবি সাহিত্যিক, সমালোচক, গীতিকার ও সম্পাদক সজনীকান্ত দাসের লেখা গান ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট স্বাধীনতা দিবসে সুকৃতি সনের কণ্ঠে প্রতিধ্বনিত -‘বন্দেমাতরম বন্দেমাতরম ভারতের বাজে নিশান নব চরিত্রের বাজে বিপত্তি। ধর্মতর হুগেছে তম সাংস্পর্কে।’

দাস বিতর্কিত ব্যক্তিত্ব ছিলেন। সমালোচক সজনীকান্ত দাস ১৯০০ সালে ২৫ শে আগস্ট অবিন্যস্ত বর্ধমান জেলার বেতালন গ্রামের মামলায়ে পিতা হরেন্দ্রলাল ও মাতা তুলসীতার কোণে আলো করে পৃথিবীর ভালোবাসা দেখেছিলেন। পিত্রালায় বীরভূমের রায়পুর। বাকুড়া জেলার ওয়েসলিয়ান মিশনারী কলেজ থেকে আই.এস.সি, পরে স্কটিশ চার্চ কলেজ থেকে বি.এস.সি পাশ করেন। ইঞ্জিনিয়ারিং পড়া ছেড়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম.এস.সি (পদার্থ বিজ্ঞান)পাশ। বস্তুতঃ ১৯২৪ এ অশেচক চট্টো পাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত শনিবারের চিঠি পত্রিকাতে যোগ দিয়েছিলেন। পরে জনপ্রিয় সম্পাদক হিসেবে সূর্যশ খাতি ও সন্ধান ছড়িয়ে পড়েছিল। কাজী নজরুল ইসলামের আমার কৈশি়ৎ কবিতায় শনিবারের চিঠিতে প্রেরয়ী দেন গালি বিশ্ববিখ্যাত কথিত উক্ত উক্তি সজনীকান্ত দাসকে ভাস্বর করে তুলেছিল। সঙ্গের, সজনীকান্ত এই পত্রিকার সঙ্গে আচ্ছেদাবন্ধনে আবদ্ধ ছিলেন। সজনীকান্ত সম্পাদক ও প্রাবন্ধিক হিসেবেই বিশাল জনপ্রিয়তা লাভ করে ছিলেন। ১৯৬২ সালে ১১ই ফেব্রুয়ারি কৈষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। কিন্তু বর্তমান সময় ও সমাজে সামান্য কিছু সংস্কৃতমো মানুষ জানলেও, কালের অমোঘ নিয়মে বিস্মৃতপ্রায় সাহিত্যিক হতে চলেছেন। প্রাবন্ধিক গবেষক কবি সজনীকান্ত দাস এম.এস.সি. পড়া কালীন শনিবারের চিঠি পত্রিকায় যোগ দেন এবং ভাবকুমার প্রধান ছদ্মনামে লিখতেন। প্রাবন্ধিকের কামস্কাটিকই ছদ্মকবিতাটি প্রকাশিত হওয়ার পর বাংলার ব্যঙ্গ সাহিত্যে সুপ্রতিষ্ঠা পান। হাত যশ ও ভাষায় জোরে শনিবারের চিঠি পত্রিকাটির একাদশ সংখ্যা থেকে রবীন্দ্রনাথ ও পরিকল্পনা হতে পেরেছিলেন। সজনীকান্ত প্রবাসী পত্রিকায় যোগ দেন। সজনীকান্ত বঙ্গব্রী ও দৈনিক বঙ্গুমতী পত্রিকারও সম্পাদক হিসেবে কাজ



বিজ্ঞান

হকিংয়ের কৃতিত্বের সারিতে ভারতীয় বিজ্ঞানী দীপক ধর, ২০২৬-এর ডির্যাক মেডেলে বিশ্বস্বীকৃতি

প্রতাপগড়, ১১ শ্বগস্ট : প্রতাপগড়ের হিন্দি-মাধ্যমের ছাত্র থেকে বিশ্বখ্যাত বিজ্ঞানী-স্টিফেন হকিংয়ের পর ডির্যাক মেডেলে সম্মানিত ভারতীয় দীপক ধর। ছোটবেলায় বিজ্ঞানবিষয়ক পত্রিকা পড়েই স্বপ্ন দেখেছিলেন বিজ্ঞানী হওয়ায়।

উত্তরপ্রদেশের প্রতাপগড়ের সেই সাধারণ পরিবারের ছেলোটাই আজ আন্তর্জাতিক বিজ্ঞানের মঞ্চে ভারতের মুখ। ভারতীয় বিজ্ঞানী দীপক ধর ২০২৬ সালের অন্যতম মর্যাদাপূর্ণ ডির্যাক মেডেল-এ সম্মানিত হয়েছেন। এই সম্মানের সঙ্গে তার নাম উচ্চারিত হচ্ছে বিশ্বখ্যাত পদার্থবিদ স্টিফেন হকিংয়ের মতো বিজ্ঞানীদের সঙ্গে। ২০২৬ সালে মোট চার জন বিশিষ্ট বিজ্ঞানীকে ডির্যাক মেডেলে সম্মানিত করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তাদের মধ্যে রয়েছেন দীপক ধর। তার সঙ্গে এই সম্মান পেয়েছেন কলকজ দ্য ফ্রান্সের অধ্যাপক বার্নার্ড দেরিদা, বোকোনি বিশ্ববিদ্যালয়ের তাত্ত্বিক পদার্থবিজ্ঞানের অধ্যাপক মার্ক মেজার্ড এবং হিব্রু ইউনিভার্সিটি অফ জেরুজালেমের নিউরোসায়েন্স ও পদার্থবিজ্ঞানের অধ্যাপক হাইম সমপোলিনস্কি। দীপক ধর দীর্ঘদিন ধরে তাত্ত্বিক পদার্থবিজ্ঞানের জগতে গুরুত্বপূর্ণ গবেষণার সঙ্গে যুক্ত।

বস্বোলুকের ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার থর খিওরিকিঅ্যাল সায়েন্সেস-এর সঙ্গে তার দীর্ঘদিনের সম্পর্ক। বিশেষ করে পরিসংখ্যানগত পদার্থবিজ্ঞান, জটিল ব্যবস্থা এবং ‘বার্নিং অ্যালগরিদম’ তত্ত্ব নিয়ে তার গবেষণা আন্তর্জাতিক মহলে বিশেষভাবে প্রশংসিত। ক্ষুদ্র মিথস্ক্রিয়া থেকে কীভাবে তৈরি হয় জটিলতা? দীপক ধরের গবেষণার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দিক হল-একটি বিশাল ব্যবস্থার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ নিজেদের মধ্যে কীভাবে মিথস্ক্রিয়া করে এবং সেই সাধারণ



ছোট পরিবর্তন কখনও তেমন কোনও প্রভাব না ফেললেও নিশ্চি়ি পরিস্থিতিতে সেটিই গোটা ব্যবস্থায় বড় পরিবর্তনের সূচনা করতে পারে। এই ধারণার একটি পরিচিত উদাহরণ হল ‘স্যান্ডপাইল মডেল’, অর্থা বালির স্তুপের মডেল। বিষয়টি দেখতে সহজ হলেও এর মধ্যে লুকিয়ে রয়েছে জটিল ব্যবস্থার আচরণ বোঝার একটি গুরুত্বপূর্ণ সূত্র। ধরা যাক, একটি বালির স্তুপে অধের পর এক বালুকণা যোগ করা হচ্ছে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে একটি নতুন বালুকণা যোগ করলে স্তুপে সামান্য পরিবর্তনই ঘটে। কিন্তু কোনও একটি বিশেষ মুহূর্তে মাত্র একটি অতিরিক্ত বালুকণা গোটা স্তুপের ভারসাম্য নষ্ট করে দিতে পারে। তার ফল হতে পারে বড়সড় ধস। অর্থাৎ, ক্ষুদ্র একটি ঘটনা কখনও কখনও বিশাল পরিবর্তনের কারণ হয়ে উঠতে পারে। এই ধারণার প্রয়োগ শুধু বালির স্তুপ বোঝার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। ভূমিকম্পের মতো প্রাকৃতিক ঘটনা থেকে শুরু করে যানজট কিংবা শেয়ার বাজারের ওঠানামার মতো

জটিল ব্যবস্থার আচরণ বিশ্লেষণেও এই ধরনের ধারণা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। প্রতাপগড় থেকে আন্তর্জাতিক মঞ্চে দীপক ধরের জীবনকাহিনিও তাঁর বৈজ্ঞানিক সাফল্যের মতোই অনুপ্রেরণা দায়ক। ১৯৫১ সালে জন্ম তার। উত্তরপ্রদেশের প্রতাপগড়ে বেড়ে ওঠা দীপক পড়াশোনা করেছেন হিন্দি মাধ্যমে। ছোটবেলা থেকেই বিজ্ঞান তাঁকে আকর্ষণ করত। নিয়মিত বিজ্ঞানবিষয়ক পত্রিকা পড়তেন এবং সেখান থেকেই তৈরি হয় বিজ্ঞানী হওয়ার স্বপ্ন। তবে পরিবারের প্রত্যাশা ছিল কিছুটা অনারকম। তাঁর মা চাইতেন, ছেলে অন্যদিকে বাবা মনে করতেন, দীপকের ভবিষ্য বিজ্ঞানের সঙ্গেই জড়িয়ে। শেষ পর্যন্ত বাবার সেই বিশ্বাসই সত্যি হয়। বছরের পর বছর গবেষণা, অধ্যবসায় এবং তাত্ত্বিক পদার্থবিজ্ঞানে গুরুত্বপূর্ণ অবদানের মাধ্যমে দীপক ধর আন্তর্জাতিক বিজ্ঞানমহলে নিজের জায়গা তৈরি করেছেন। ২০২৬ সালে ভারত সরকার তাঁকে পদ্মভূষণ সম্মানে ভূষিত করে। এবার ডির্যাক মেডেল তাঁর দীর্ঘ বৈজ্ঞানিক যাত্রায় যোগ করল আরও একটি ঐতিহাসিক পালক। বিশ্ববিখ্যাত পদার্থবিদ পল ডির্যাকের নামাঙ্কিত এই সম্মান তাত্ত্বিক পদার্থবিজ্ঞানে অসামান্য অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে দেওয়া হয়। অতীতে এই সম্মান পেয়েছেন স্টিফেন হকিংয়ের মতো কিংবদন্তি বিজ্ঞানীরাও। একসময় বিজ্ঞানবিষয়ক পত্রিকার পাতায় চোখ রেখে যে কিশোর বিজ্ঞানী হওয়ার স্বপ্ন দেখেছিলেন, আজ সেই দীপক ধরই আন্তর্জাতিক বিজ্ঞানের ইতিহাসে নিজের নাম আরও উজ্জ্বল করে লিখলেন। প্রতাপগড়ের সেই ছেলের সাফল্য শুধু ব্যক্তিগত সম্মান নয়, ভারতীয় বিজ্ঞানের জন্যও এক গর্বের মুহূর্ত।

১৭ আগস্ট থেকে বাড়তে পারে পাউরুটির দাম, কাঁচামালের খরচে চাপে বেকারি ব্যবসা

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ১০ আগস্ট : পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ মানুষের সকালের খাবারের পাউরুটি অন্যতম পরিচিত ও প্রয়োজনীয় খাদ্য। কিন্তু এবার সেই পাউরুটির দামই বাড়তে চলেছে। কাঁচামাল থেকে শুরু করে প্যাকেজিং এবং জ্বালানির খরচ ক্রমাগত বেড়ে যাওয়ায় উপাদান ব্যয় সামাল দিতে হিমশিম খাচ্ছে বেকারি শিল্প। এই পরিস্থিতিতে পাউরুটির দাম বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নেওয়ার পথে এগাচ্ছে বেকারি সংস্থাগুলি। ওয়েস্ট বেঙ্গল বেকার্স অ্যাসোসিয়েশনের তরফে জানানো হয়েছে, ৪০০ গ্রাম বা এক পাউন্ড পাউরুটির দাম ৪ টাকা বাড়তে পারে। বর্তমানে যে পাউরুটি ৬২ টাকায় বিক্রি হচ্ছে, তার নতুন দাম হতে পারে ৬৬ টাকা। আগামী ১৭ আগস্ট থেকে এই নতুন দাম কার্যকর হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তবে বাজারে সম্পূর্ণভাবে নতুন দাম চালু হওয়ার বিষয়টি সংশ্লিষ্ট বেকারি সংস্থাগুলির সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করবে। বেকারি মালিকদের বক্তব্য, গত কয়েক মাস ধরেই ব্যবসায় একাধিক সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। বিশেষ করে জ্বালানি ও উৎপাদন খরচ বৃদ্ধির কারণে লাভের পরিমাণ ক্রমশ কমছে। তার সঙ্গে গত এক মাসে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ কাঁচামালের দাম উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়ে যাওয়ায় পরিস্থিতি আরও কঠিন হয়েছে। বেকার্স অ্যাসোসিয়েশনের হিসাব অনুযায়ী, গত এক মাসে ময়দার দাম কুইন্টাল প্রতি প্রায় ৬০০ টাকা বেড়েছে। একই সময়ে চিনির দামও বেড়ে কুইন্টাল প্রতি প্রায় ১০০০ টাকা হয়েছে। পাউরুটি তৈরির অন্যতম প্রয়োজনীয় উপাদান ডোজা তেলের ক্ষেত্রেও বসড় মূল্যবৃদ্ধি হয়েছে। এক কুইন্টাল তেলের জন্য বর্তমানে প্রায় ৮০০ টাকা বেশি খরচ করতে হচ্ছে বলে দাবি বেকারি সংগঠনের। শুধু খাদ্য তৈরির কাঁচামাল নয়, প্যাকেজিংয়ের খরচও বেড়েছে বলে জানিয়েছেন বেকারি ব্যবসায়ীরা। তাদের দাবি, প্যাকেট ও অন্যান্য প্যাকেজিং সামগ্রীর দাম গত কয়েক মাসে প্রায় দ্বিগুণের কাছাকাছি পৌঁছেছে। ফলে একটি পাউরুটি উৎপাদন করে বাজারে পৌঁছে দিতে আগের তুলনায় অনেক বেশি অর্থ ব্যয় হচ্ছে। বেকারি সংস্থাগুলির মতে, উৎপাদন খরচের সঙ্গে বর্তমান বিক্রয়মূল্যের সামঞ্জস্য না থাকায় ব্যবসায় লাভের পরিমাণ প্রায় নেই বললেই চলে। এমনকি বেশ কিছু ছোট ও মাঝারি বেকারি সংস্থা আর্থিক সমস্যার কারণে ব্যবসা চালিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে চাপের মুখে পড়ছে। পরিস্থিতি সামাল দিতে দাম বৃদ্ধি ছাড়া তাঁদের সামনে কার্যত আর কোনও বিকল্প নেই বলেই দাবি সংগঠনের। উল্লেখ্য, এর আগে ২০২৪ সালের ৩০ জানুয়ারি পাউরুটির দাম বাড়ানো হয়েছিল। সেই সময় নির্ধারিত দামেই এতদিন বাজারে ৪০০ গ্রাম পাউরুটি ৬২ টাকায় বিক্রি ছিলল। এবার নতুন করে ৪ টাকা বাড়ানো হলে এক পাউন্ড বা ৪০০ গ্রাম পাউরুটির দাম দাঁড়াবে ৬৬ টাকা। এর প্রভাব পড়বে ছোট প্যাকেটের পাউরুটিতেও। ২০০ গ্রাম বা হাফ পাউন্ড পাউরুটির দাম ২ টাকা বাড়তে পারে। অন্যদিকে, ১০০ গ্রাম প্লেইন পাউরুটির দামও বৃদ্ধি পেয়ে প্রায় ১০ টাকা হতে পারে। অর্থা পরিমাণ অনুযায়ী ছোট প্যাকেটের ক্ষেত্রেও গ্রাহকদের অতিরিক্ত টাকা গুনতে হবে। বেকারি সংস্থার চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার ইসলাম জানিয়েছেন, জ্বালানি এবং বিভিন্ন কাঁচামালের মূল্যবৃদ্ধির কারণে সংস্থাগুলি তীব্র আর্থিক চাপের মধ্যে রয়েছে। উপাদান ব্যয় বাড়লেও সেই অমুপাতে পণ্যের দাম না বাড়লে বস সংস্কেটের লোকদের মুখে পড়তে হবে বলে তাঁর দাবি। ইতিমধ্যেই কিছু বেকারি বন্ধ হওয়ার পরিস্থিতিতে রয়েছে বলেও তিনি জানিয়েছেন। তবে পাউরুটির দাম বৃদ্ধির খবর সাধারণ ক্রেতাদের জন্য স্বস্তিদায়ক নয়। বিশেষ করে মধ্যবিত্ত ও নিম্ন-মধ্যবিত্ত পরিবারের প্রতিদিনের খাদ্যতালিকায় পাউরুটির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। সকালের জলখাবার থেকে শুরু করে শিশুদের টিফিন-বিভিন্ন ক্ষেত্রেই নিয়মিত ব্যবহৃত হয় এই খাদ্যপণ্য। ফলে ৪০০ গ্রামে ৪ টাকা বৃদ্ধি হলেও মাসের শেষে পরিবারের খাদ্য খরচে তার প্রভাব পড়তে পারে। এখন দেখার বিষয়, ১৭ আগস্ট থেকে শেষ পর্যন্ত কতটা দাম কার্যকর হয় এবং বাজারে ক্রেতাদের প্রতিক্রিয়া কী দাঁড়ায়।

১-র পাতার পর-সেতু ভেঙ্গে যাচ্ছে। রাজ্যের মধ্যে মান্ডি জেলা সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, যেখানে ১২০টি রাস্তা পুরোপুরি বন্ধ রয়েছে। এছাড়া চান্দা জেলায় ৪২টি, কুল্লুতে ৪০টি এবং শিমলা জেলায় ৬০টি গুরুত্বপূর্ণ সড়ক অবরুদ্ধ হয়ে পড়ার খবর পাওয়া গেছে। প্রশাসনের তরফ থেকে জানানো হয়েছে যে, অবরুদ্ধ রাস্তাগুলি পুনরায় চালু করতে এবং যানবাহন চলাচল স্বাভাবিক করতে যুদ্ধকালীন তৎপরতায় কাজ চালানো হচ্ছে। এই মুহূর্তে মান্ডি ও কুল্লর সংযোগকারী মূল জাতীয় সড়কটি ধসে ঢাকা পড়ে যাওয়ায় জরুরি পরিষেবা ও ত্রাণ পাঠানো কঠিন হয়ে পড়ছে। অব্যাহত ভারী বৃষ্টিপাত ও পাহাড়ি ঢালে অনবরত নতুন করে ধস নামার ফলে রাস্তা পরিষ্কারের কাজে বাবরার মারাত্মক বিঘ্ন ঘটছে। বহু পাহাড়ি গ্রাম ও ছোট শহর বাকি রাজ্যের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ায় স্থানীয় বাসিন্দারা নিতাপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের চরম সংকটে পড়েছেন। তারা বুঝে উঠতে পারছেন না কি করলে কি হবে। বার বার তারা সেই নিয়ে প্রশ্ন তোলার চেষ্টা করছেন।

NAME CHANGE
I, Enamul Haque (Old Name) S/O–Golap Ali Mondal resident of Vill- Harekrishnapur, P.O- Harekrishnapur, P.S-Jalangi, Dist- Murshidabad, West Bengal , Pin-742305 do hereby declared that I have changed my name from Enamul Haque to Enamul Hoque and henceforth I shall be known as Enamul Hoque (new name) in all purpose, vide an affidavit No- SL- no-9100 sworn before the Ld S.D.E.M at Domkal court dated on 21/01/2026. My name Enamul Sk & Enamul Haque both are same and one identical person

NAME CHANGE
I, Rohima bibi (Old name) W/o-Musiruddin Sekh, Resident at, Vill & Po- Bairgachi, PS- Gazole, Dist-Malda, 732102 West Bengal, I have changed my name Rohima bibi to Rahima bibi (New name) I shall be known as Rahima bibi vied affidavit no. 22AC 953522 before the Notary at Berhampore on 11/08/2026 Rahima bibi & Rohima bibi is same and one identical person.

NAME CHANGE
I, Mohammad Khairul Hoque (Old name) S/o-Musiruddin Sekh, Resident at, Vill & Po-Bairgachi, PS-Gazole, Dist-Malda, 732102 West Bengal, I have changed my name Mohammad Khairul Hoque to Md Khairul Hoque (New name) I shall be known as Md Khairul Hoque vied affidavit no. 22AC 953520 before the Notary at Berhampore on 11/08/2026 Md Khairul Hoque & Mohammad Khairul Hoque is same and one identical person.

NAME CHANGE
I, Masiruddin Sekh (Old name) S/o-Naimuddin Sekh, Resident at, Vill & Po- Bairgachi, PS- Gazole, Dist-Malda, 732102 West Bengal, I have changed my name Masiruddin Sekh to Musiruddin Sekh (New name) I shall be known as Musiruddin Sekh vied affidavit no. 22AC 953521 before the Notary at Berhampore on 11/08/2026 Masiruddin Sekh & Musiruddin Sekh is same and one identical person.

NAME CHANGE
I, Salema Khatun (Old name) W/o-Aktar Hossain, Resident at, Vill-Sekhpura, Po-Mathuraapur, PS-Manikchak, Dist-Malda, 732203 West Bengal, I have changed my name Salema Khatun to Salema bibi (New name) I shall be known as Salema bibi vied affidavit no. 22AC 953519 before the Notary at Berhampore on 11/08/2026 Salema bibi & Salema Khatun is same and one identical person.

NAME CHANGE
I, Mst Lalpan Khatun (Old name) W/o-Seherul Alam, Resident at, Vill & Po-Khosbagh, PS-& Dist-Murshidabad, 742149 West Bengal, I have changed my name Mst Lalpan Khatun to Lalpan Khatun (New name) I shall be known as Lalpan Khatun vied affidavit no. 22AC 953515 before the Notary at Berhampore on 11/08/2026 Lalpan Khatun & Mst Lalpan Khatun is same and one identical person.

NAME CHANGE
I, Rejaul Haque (Old Name) S/O-Chhaleman Mondal resident of Vill-Harekrishnapur, P.O- Harekrishnapur, P.S-Jalangi, Dist- Murshidabad, West Bengal, Pin-742305 do hereby declared that I have changed my name from Rejaul Haque to Golap Ali Mondal and henceforth I shall be known as Golap Ali Mondal (new name) in all purpose, vide an affidavit no-SL no-9100 sworn before the Ld S.D.E.M at Domkal court dated on 21/01/2026. My name Golap Ali Mondal & Rejaul Haque both are same and one identical person

হিমাচলে বৃষ্টি ও ধসে

NAME CHANGE
I, Meherban Seikh (Old Name) S/O-Ajemuddin Sk resident of Vill-Patenda , Po-Gobarhati , Ps-Kandi , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742136 do hereby declared that I have changed my name from Meherban Seikh to Meherban Sk and henceforth I shall be known as Meherban Sk (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 11/08/2026. My name Meherban Sk & Meherban Seikh both are same and one identical person

NAME CHANGE
I, Ahemaddin Sekh (Old Name) S/O-Taher Sk resident of Vill-Patenda , Po-Gobarhati , Ps-Kandi , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742136 do hereby declared that I have changed my name from Ahemaddin Sekh to Ajemuddin Sk and henceforth I shall be known as Ajemuddin Sk (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 11/08/2026. My name Ajemuddin Sk & Ahemaddin Sekh both are same and one identical person.

NAME CHANGE
I, Mst Suktra Khatun (Old Name) W/O–Md Obaidur Rahman resident of Vill- Gazinagar , Po-Mahadebnagar , Ps-Samsheganj , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742202 do hereby declared that I have changed my name from Mst Suktra Khatun to Suktra Khatun and henceforth I shall be known as Suktra Khatun (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 11/08/2026. My name Suktra Khatun & Mst Suktra Khatun both are same and one identical person.

NAME CHANGE
I, Sonam Devi Jain (Old Name) W/O-Raj Kumar Jain resident of Main Road, Dhuliyar , Ps-Samsheganj , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742202 do hereby declared that I have changed my name from Sonam Devi Jain to Sonam Jain and henceforth I shall be known as Sonam Jain (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 11/08/2026. My name Sonam Jain & Sonam Devi Jain both are same and one identical person

NAME CHANGE
I, Nuzbal Mondal (Old Name) S/O–Rahim Box Mondal resident of Vill & Po-Gopinathpur , Ps-Tehatta , Dist-Nadia , West Bengal, Pin-741155 do hereby declared that I have changed my name from Mir Lal Mohammad to Lal Mohammad Mir and henceforth I shall be known as Lal Mohammad Mir (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary Public Domkal court dated on 31/07/2026 . My name Mir Lal Mohammad & Lal Mohammad Mir both are same and one identical person

NAME CHANGE
I, Mir Lal Mohammad (Old Name) S/O–Ali Mohammad resident of Bamunpukur Bazarpara Purba, Nabadwip, Dist-Nadia , West Bengal, Pin-741313 do hereby declared that I have changed my name from Mir Lal Mohammad to Lal Mohammad Mir and henceforth I shall be known as Lal Mohammad Mir (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary Public Domkal court dated on 31/07/2026 . My name Mir Lal Mohammad & Lal Mohammad Mir both are same and one identical person

NAME CHANGE
I, SANJAY KUMAR DUTTA, S/O-UMESH DUTTA, resident of Parshata, Sanghat Road, P.O- Sirpally, P.S- Burdwan, Dist- Purba Bardhaman, Pin-731303, do hereby declare that I have changed my name and shall henceforth be known as SANJOY KUMAR DUTTA in all purpose vide affidavit No- 572, sworn before the Notary Public at Purba Bardhaman on 11/08/2026. That SANJAY KUMAR DUTTA and SANJOY KUMAR DUTTA both are same and one identical person.

NAME CHANGE
I, SEKH MOHIUDDIN @ SK MOINUDDIN, S/O-AAKTAR SEKH, resident of Jotsadi, P.O.- Bontir, Dist-Purba Bardhaman, Pin-731303, do hereby declare that I have changed my name and shall henceforth be known as MAINUDDIN SEKH in all purpose vide affidavit No- 573, sworn before the Notary Public at Purba Bardhaman on 11/08/2026. That SEKH MOHIUDDIN, SK MOINUDDIN and MAINUDDIN SEKH all are same and one identical person.

নাম পরিবর্তন
আমি, Sabyasachi Roy Chowdhury, পিত্র Subhashish Roy Chowdhury, স্কিনা House No 50NEWJ, Joy Lane, Panda Para Road, Ward No 12 under Jalpaiguri Municipality, P.O. Jalpaiguri, P.S. Kotwali, District Jalpaiguri, Pin 735101, ফার্স্ট ক্লাস জুনিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, জলপাইগুড়ি ডিস্ট্রিক্ট কোর্ট District Jalpaiguri এর Affidavit দ্বারা Sabyasachi Roy Chowdhury, পিতা Subhashis Roy Chowdhury নামে পরিচিত হলাম। Affidavit No. 24568, dated 01.08.2026 Sabyasachi Roy Chowdhury ও Sabyasachi Roy Chowdhury একই ব্যক্তি।

NAME CHANGE
I, Tapan Kumar Dolui, Tapan Dolui (Old Name) S/O Jogindra Nath Dalui Residing at 90, Bishalaxmi Tala Road, District - Kolkata, Pin - 700060, West Bengal, India, do hereby declare that I have Changed my name from Tapan Kumar Dolui, Tapan Dalui (Old Name) to Tapan Dolui (New Name) and henceforth I shall be known as Tapan Dolui (New Name) in all purpose, vide affidavit Sworn before the Notary public at Kolkata on Dated ০৮-08-2026. Tapan Dolui (New Name) and Tapan Kumar Dolui (Tapan Dalui (Old Name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE
I, Gopal Sarker (old name) S/O-Rampada Sarker residing at Shibchandrapur, Bagula, HanskgaI, Ranaghat, Dist-Nadia, Pin-741502 West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from GOPAL SARKER to GOPAL SARKAR and henceforth I shall be known as GOPAL SARKAR (new name) in all purpose vide an affidavit sworn before in the court of Ld. Judicial Magistrate, 1st class at Ranaghat, Nadia dated 23/07/2026. GOPAL SARKER (old name) and GOPAL SARKAR (new name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE
I, Anil Krishna Dhali S/O- Late Bro-ndra Nath Anil dhali residing at Vill- Takshali, P.O.- Beara, P.S- Bagdah, Dist-North 24 Parganas, Pin-743251 West Bengal, that in my son Nihar Ranjan Dhali's passport(No. M7088755) my name is recorded as Anil Dhali. vide an affidavit being no. 11464 Dt. 07/08/2026 sworn before the Ld. Executive Magistrate at Bongaon, I affirm that Nihar Ranjan Dhali S/O Anil Krishna Dhali and Nihar Ranjan Dhali S/o Anil Dhali both are same and one identical person.

NAME CHANGE
I, Anchar Ali Mondal (old name) S/O Late Amir Mondal resident at Vill.- Damdama, P.O.-Nahata, P.S.- Gopalinagar, Dist-North 24 Parganas, PIN-743290 WB, do hereby declare that I have changed my name from Anchar Ali Mondal to Ansar Ali Mondal (correct name) and henceforth I shall be known as Ansar Ali Mondal in all purpose, vide affidavit No 10763 sworn before the Ld. Executive Magistrate at Bongaon on 30.08.2026 Anchar Ali Mondal and Ansar Ali Mondal both are same and one identical person.

NAME CHANGE
I, Sarama Hajra, (old name) S/O Santil Hazra, resident of Kabichandranpur, PO+PS: Taraphit, Birbhurn, WB, do hereby declare that I have changed my name from Sarama Hajra to Sarbani Hazra (correct name) and henceforth I shall be known as Sarbani Hazra in all purpose, vide affidavit No 24815 sworn before the Ld Executive Magistrate, Rampurhat on 30.07.2026 Sarbani Hazra and Sarama Hajra both are same and one identical person.

NAME CHANGE
I, Rinku Dutta, (old name) W/O Dr Pulak Kumar Datta, resident of Rampurhat Hospital More, PO+PS: Rampurhat, Birbhurn 731224, WB, do hereby declare that I have changed my name from Rinku Dutta to Rinku Datta (correct name) in all purpose, vide affidavit No 7726 sworn before the 1st Class Magistrate, Berhampore on 20.06.2026 Rinku Datta and Rinku Dutta both are same and one identical person.

নাম পরিবর্তন
আমি Atikur Rahaman, SO Kayem Sekh, প্রাপ শোঃ ভরুক, থানা মল্লারপুর, বীরভূম ৭৬১২১৬ পশ্চিমবঙ্গের বাসিন্দা। আমার সড়িক নাম Atikur Rahaman, কিন্তু ভোটার কার্ড এবং পাসপোর্টে আমার নাম Sekh Angur লেখা আছে। ০৭.০৪.২০২৬ তারিখ রামপুরহাট প্রথম শ্রেণীর জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টের ৪০০৪ নম্বর এফিডেভিট বলে ঘোষণা করছি Atikur Rahman and Sekh Angur এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি।

নাম পরিবর্তন
আমি Sayan Mondal, S/O Samar Mondal, প্রাপঃ নিয়াপুর, পোঃতেজেন্টি, থানাঃ নলহাটি, বীরভূম ৭৬১২২০, পশ্চিমবঙ্গের বাসিন্দা। আমার বারার সড়িক নাম Samar Mondal, কিন্তু বাবার জাতি শ্বশপাত্র এবং আধার কার্ডে বাবার নাম Samar Mondal, S/O Srikantha Mondal লেখা আছে। ২১.০৭.২০২৬ তারিখ রামপুরহাট জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, তৃতীয় আদালতের এফিডেভিট বলে ঘোষণা করছি Samar Mondal and Samar Kumar Mondal এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি।

NAME CHANGE
I, Rampada Sarker (old name) S/O-Bihari Sarker residing at Shibchandrapur, Bagula, HanskgaI, Ranaghat, Dist-Nadia, Pin-741502 West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from RAMPADA SARKER to RAM-PADA SARKAR and henceforth I shall be known as RAMPADA SARKAR (new name) in all purpose vide an affidavit sworn before in the court of Ld. Judicial Magistrate, 1st class at Ranaghat, Nadia dated 23/07/2026. RAMPADA SARKER (old name) and RAM-PADA SARKAR (new name) both are same and one identical person.

NAME CHANGE
I, Samima Sutana (Old Name) W/o Syed Mofijul Ali Residing at Vill - Kanchannagar, P.O.- Samsabad, District - East Medinipur, Pin - 721631, West Bengal, India, do hereby declare that I have Changed my name from Samima Sutana (Old Name) to Samima Sultana (New Name) and henceforth I shall be known as Samima Sultana (New Name) in all purpose, vide affidavit no 10 Sworn before the Notary public at Kolkata on Dated 07-08-2026. Samima Sultana (New Name) and Samima Sutana (Old Name) both are same and one identical person.

নাম পরিবর্তন
আমি Md Johurul Islam, S/O Md Samser Ali, রামপুরহাট চলঘোমনি পাত্র, ওয়ার্ড নং ১১, পোখান্দা রামপুরহাট, বীরভূম ৭১২২২৪, পশ্চিমবঙ্গের বাসিন্দা। আমার সড়িক নাম Md Johurul Islam, কিন্তু আমার WBBSE সার্কিটের আদায় ও বারার নাম Md Johurul Islam, S/O Samser Ali লেখা আছে। আমার ক্লীর পাসপোর্টে (L5159880) আমার নাম Jo-hurul Islam লেখা আছে। ০৬.০৮.২০২৬ তারিখ রামপুরহাট প্রথম শ্রেণীর জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টের ৫২৬২ নম্বর এফিডেভিট বলে ঘোষণা করছি Md Johurul Islam, S/O Md Samser Ali and Johurul Islam, S/O Samser Ali এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি।

শ্যামবাজারের কর্মসূচির পর মমতাকে শুনতে হল ‘চোর’ শ্লোগান

১-র পাতার পর-জমায়েত হয়ে তৃণমূলের প্রতিবাদ সভার কাছাকাছি চলে আসে। কিছু বুঝে ওঠার আগেই তারা সরাসরি প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীকে লক্ষ্য করে ‘চোর চোর’ শ্লোগান দিতে শুরু করে, যার ফলে সভাস্থলে হটগোল লেগে যায়। ঘটনাটিকে কেন্দ্র করে তৃণমূলের স্পষ্ট দাবি, বিজেপির মদতপুষ্ট কিছু লোক পরিকল্পিতভাবে দলীয় কর্মসূচি বানচাল করলে এবং প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীকে অসম্মান করতেই এর ধরনের কুকচিরা বিক্ষোভের নাটক সাজিয়েছেন। প্রসঙ্গত, রবিবার হাটলিশহরে থানা হেফাজতে নিহত এক তৃণমূল কর্মীর পরিবারের সঙ্গে দ্বন্দ্বা করতে গিয়ে স্থানীয়দের ক্ষোভের মুখে পড়েন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায়। হাটলিশহরে পৌঁছতেই মমতাকে লক্ষ্য করে ‘চোর’ শ্লোগান ওঠে। এমনকি তাঁর কনভয় থিরে ধরে গাড়ি লক্ষ্য করে কাদা ও জুতো ছোড়া হয় এবং গাড়ির কাছে কাদা লেপে দেওয়া হয় বলেও অভিযোগ। বিক্ষোভের মুখে পড়ে নিজের ক্ষোভ ও উত্তেগ প্রকাশ করে মমতা বলেন, “আমার তো মাথা ফেটে যেত। আমার সবাই মনে যেতাম। পুলিশের সামনে এমন হামলা আমার আগে কখনও দেখিনি। পুলিশ নিষ্ক্রিয় থেকে বিজেপিকেই সুরক্ষা দিচ্ছে।” ঘটনার সময় তাঁর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন দোলা সেন এবং কল্যাণ বন্দোপাধ্যায়ও।

শত সহস্র বাধা পেরিয়ে ভিক্টোরিয়ার সামনে মাটি ফুড়ে বেরিয়ে এক দিব্য্য!

১-র পাতার পর- বছরের জুলাইয়ে ‘দিব্যা’। প্রথম সুডঙ্গের খনন শুরু কাজটি। ঠিক তার পর দ্বিতীয় সুডঙ্গের দায়িত্ব নেয় ‘দিব্যা’। মাটির নিচে কাছের টাটেই সহজ ছিল না। ঘনবসতিপূর্ণ শহর, ভূগর্ভস্থ জল এবং উপরিভাগের গুরুত্বপূর্ণ পরিকাঠামোর নিচ দিয়ে অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে এগিয়েছে টিরিএম। সুডঙ্গ তৈরির পাশাপাশি প্রতিটি ধাপে মাটির চাপ ও স্থিতিশীলতার দিকেও মজর রাখতে হয়েছে। এবার সেই অভিযানের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। ভিক্টোরিয়া মেট্রো স্টেশনের কাছে পৌঁছে যাবে ‘দিব্যা’। ফলে খিদিরপুর-ভিক্টোরিয়া অংশে জোড়া সুডঙ্গ তৈরির কাজ আরও এক ধাপ এগিয়ে যাবে। ‘দুর্গা’র পর ‘দিব্যা’র সাফল্য। আর তার পর লক্ষ্য ভিক্টোরিয়া থেকে পার্ক স্ট্রিট। অর্থাৎ, জোকা থেকে কলকাতার কেন্দ্রস্থলের দিকে পার্পল লাইনের সংযোগ আরও এক ধাপ এগিয়ে যাবে। মাটির নিচে একের পর এক প্রযুক্তিগত বাধা পেরিয়ে কলকাতা মেট্রোর এই অগ্রগতি নিঃসন্দেহে শহরের পরিবহণ পরিকাঠামোবা বড় সংযোজন হতে চলেছে।

১০ ও ২০ টাকার ১০০ কোটি নোট চালুর সবুজ

১-র পাতার পর-সংসদে বিষয়টির ব্যাখ্যা দিয়ে অর্থমন্ত্রী জানান, সম্পূর্ণ প্রকল্পটি বর্তমানে একেবারে প্রাথমিক ধাপে রয়েছে। ফলে এই মুহূর্তে পলিমার নোট পুরোপুরি চালু করার সুনির্দিষ্ট সময়সীমা কিংবা এতে আনুমানিক কত টাকা ব্যয় হতে পারে, তা নির্ধারণ করা সম্ভব নয়। তবে স্পষ্ট জানানো হয়েছে, প্রাস্টিসের টাকা বাজারে এলেও বিদ্যমান কাগজের মুদ্রা কিন্তু বাতিল করা হচ্ছে না দুটিই সমান্তরাল ভাবে থাকবে। কাগজের নোটের তুলনায় প্রাস্টিকের নোটের উৎপাদন খরচ তুলনামূলক ভাবে কম এবং এগুলি সহজে ছেঁে না বা নষ্ট হয় না। বিপুল জনসংখ্যা ও আর্থায়ত্ত্বায় বিবেচনায় এদের স্বায়িত্ব অনেক বেশি। পরবর্তীতে গ্রাহকরা এটিএম থেকেও এই পলিমার নোট চাুলতে পারবেন। আরবিআইয়ের বার্ষিক রিপোর্ট অনুযায়ী, ২০২৬-’২৪ অর্থবর্ষে কাগজে টাকা ছাপাতে কেন্দ্রীয় সরকারের খরচ হয়েছিল ৫,১০১.৪ কোটি টাকা, যা ২০২৪-’২৫ অর্থিক বছরে বেড়ে দাঁড়ায় ৬,৩৭২.৮ কোটি টাকায়। নগদের বিপুল চাহিদার কারণে অতিরিক্ত নোট ছাপতে বাধ্য হচ্ছে সরকার। এর পাশাপাশি নষ্ট হয়ে যাওয়া নোট বাতিলের চ্যালেঞ্জও ক্রমশ জটিল হচ্ছে। ২০২৪-’২৫ অর্থবর্ষে প্রায় ২,৬৮০ কোটি ময়লা নোট বাজার থেকে তুলে নিতে বাধ্য হয়েছিল আরবিআই, যা আগের অর্থবর্ষের (২,১২৪ কোটি) তুলনায় ১২.৬ শতাংশ বেশি। প্রত্যাখারক নাট এটিগুলির বেশির ভাগই ছিল ৫০০ এবং ১০০ টাকার। ফলে প্রথম ধাপে কম মূল্যের ১০ ও ২০ টাকার প্রাস্টিকের নোট ছেড়ে পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে চাইছে শীর্ষ ব্যাঙ্ক। ইউপিআই ও ডিজিটাল লেনদেনের ব্যাপক প্রসার ঘটলেও আমজনতার হাতে থাকা নগদের পরিমাণ কিন্তু একটুও কমেনি। তথ্য বলায়, ২০২৬ সালের ১৫ মে পর্যন্ত আমজনতার হাতে জমা থাকা শনদ টাকার পরিমাণ বেড়ে দাঁড়ায় রেকর্ড ৪২.৮৬ লক্ষ কোটি টাকার- যা আগের বছরের একই সময়ের তুলনায় ১১.৫ শতাংশ বেশি। এমনকি চলতি ২০২৬-’২৭ অর্থবর্ষের প্রথম দেড় মাসেই বাজারে কাগজের টাকার সরবরাহ আরও ১.১৫ লক্ষ কোটি টাকা বৃদ্ধি পেয়েছে।

‘যেভাবে কাজ চলছে আগামী নির্বাচনেও হবে না’, ট্রাইব্যুনাল নিয়ে সুপ্রিম প্রশ্নের মুখে কমিশন

১-র পাতার পর-পর্যাপ্ত নয় বলে প্রশ্ন তোলেন আইনজীবী বিকাশ রঞ্জন ভট্টাচার্য। অধীর চৌধুরীর তরফে আইনজীবী রউফ রহিম বলেন, যে সংখ্যক আবেদন নিষ্পত্তি হয়েছে তা শতাংশের বিচারে নগণ্য। অধীর চৌধুরীর দায়ের করা মামলায় প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত

হার্দিককে ছিনিয়ে আনা সহজ হবে না! মুম্বইয়ের কড়া শর্তের মুখে কলকাতা নাইট রাইডার্স

সংবাদ সংস্থা, মুম্বই, ১১ আগস্টঃ আইপিএলের দলবদলের বাজারে ফের চর্চায় হার্দিক পাণ্ডিয়া। জল্পনা তুঙ্গে। মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের অধিনায়কের দিকে নাকি নজর একাধিক ফ্র্যাঞ্চাইজি। তালিকায় কলকাতা নাইট রাইডার্স এবং চেন্নাই সুপার কিংস। লখনউ সুপার জায়ান্টস ও রাজস্থান রয়্যালসের নামও শোনা যাচ্ছে। যদিও গোটা বিষয়টি এখনও প্রাথমিক স্তরে। পাকাপাকি কথা সেভাবে এগোয়নি। মুম্বইয়ের অবস্থান কী?



ভাবতে হচ্ছে। গুজরাট টাইটান্সের হয়ে দলকে চ্যাম্পিয়ন করেছিলেন হার্দিক। আবার মুম্বইয়ের জার্সিতে গত তিন মরসুমে চূড়ান্ত ব্যর্থ। দলকে মাত্র একবার প্লে-অফে তুলেছেন। ২০২৪ সাল থেকে তাঁর আইপিএল পরিসংখ্যানও খুব একটা আহামরি নয়। প্রতি মরসুমে গড়ে ২৫-এর নিচে রান। সব মিলিয়ে সংখ্যাটা ২২৫-এর কম। তবে স্ট্রাইক রেট প্রায় ১৫০। সঙ্গে মূলিতে এসেছে ১৯টি উইকেট। পরিসংখ্যানের বাইরে তাঁর অভিজ্ঞতা এবং মাঠে প্রাণবন্ত উপস্থিতি দলের বড় সম্পদ। পেস-বোলিং অলরাউন্ডার হিসেবেও কদর রয়েছে। বিকল্পের সন্ধানে মুম্বই হার্দিককে ছাড়লে বিনিময়ে প্রথম সারির ব্যাটার ও বোলার চাইছে মুম্বই। দিল্লি ক্যাপিটালসের অক্ষর প্যাটেলকে নিয়ে আগ্রহ রয়েছে। এতে দলের স্পিন ও লোয়ার মিডল অর্ডার শক্তিশালী হবে। অক্ষর এলে মিচেল স্যান্টার্ন বা উইল জ্যাকসনের মতো বিদেশি অলরাউন্ডারকে বসিয়ে একজন অতিরিক্ত বিদেশি পেসার খেলানো যাবে। রাজস্থানের

যশস্বী জয়সওয়াল বা লখনউয়ের নিকোলাস পুরানের নামও বিকল্প হিসেবে শোনা যাচ্ছে। তবে কোনও জোরালো প্রমাণ নেই। অন্যদিকে, কেকেআর আত্মহী হলেও দলের আসল তারকাদের ছাড়তে নারাজ। ক্যামেরন গ্রিনকে তারা প্রস্তাব করতে পারবে। কিন্তু অ্যাস্জেবের কারণে তাঁর আইপিএল খেলা নিশ্চিত নয়। ফলে মুম্বইয়ের কাছে এই প্রস্তাব খুব একটা আকর্ষণীয় নাও হতে পারে। চেন্নাইয়ের অপেক্ষা নতুন কোচের সিএসকে অবশ্য এখনও হার্দিককে নিয়ে বিশেষ মাথা ঘামায়নি। দলটির সিইও কাশী বিশ্বনাথন জানিয়েছেন, আগে নতুন কোচ নিয়োগ হবে। তারপর তাঁর পরামর্শে সিদ্ধান্ত। তাঁর কথায়, “আমরা এখনও এই বিষয়ে মন দিইনি। আগে একজন কোচ আসবে। অনেক প্রার্থীর ফোন পেয়েছি। বসে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেব।” মহেন্দ্র সিং ঘোনি এবং ঋতুরাজ গায়কোয়ার্ডের সঙ্গে আলোচনা করে নতুন কোচের নাম চূড়ান্ত হবে। তারপর হার্দিক যদি দলবদলের জন্য উপলব্ধ থাকেন, তবেই নির্ণায়ক কিছু ভাববে চেন্নাই। গত বছর রবীন্দ্র জাদেজা ও স্যাম কারেনকে ছেড়ে সঞ্জু স্যামসনকে দলে নিয়েছিল তারা। এবার হার্দিকের মতো ফিনিশার ও পেসারকে পেলে দলের ব্যালান্স আরও বাড়বে। হার্দিকের প্রস্তুতি ও অলিখিত নিয়ম বর্তমানে বেঙ্গালুরুতে রয়েছেন হার্দিক। সেন্টার অফ এঞ্জিলেসে নিয়মিত অনুশীলন করছেন। সম্পূর্ণ ফিট হওয়ার পথে তারকা অলরাউন্ডার। মুম্বই ম্যানেজমেন্টের সঙ্গে প্রাথমিক কথাবার্তা সেরে এখন চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের অপেক্ষায় তিনি। আইপিএলে একটি অলিখিত নিয়ম রয়েছে। দলবদলের মাধ্যমে প্রতিপক্ষকে শক্তিশালী করে নিজেদের দুর্বল না করা। হার্দিকের ক্ষেত্রেও এই নিয়ম বড় পরীক্ষা। ছন্দে ওঠানো থাকলেও, নেতা এবং অলরাউন্ডার হিসেবে তিনি যে কোনও দলের সম্পদ। তাই তাঁকে ছেড়ে দিয়ে মুম্বই আদৌ কতটা লাভবান হবে, সেটাই এখন সবচেয়ে বড় প্রশ্ন।

চুকতে পারেননি আমেরিকায়! বিশ্বকাপে ব্রাত্য সেই সোমালি রেফারির হাতেই সুপার কাপের দায়িত্ব তুলে দিল উয়েফা

নিজস্ব প্রতিবেদন

স্বপ্নপূরণ হতে হতেও ধমকে গিয়েছিল। খাতায় কলমে নাম চূড়ান্ত। তা সত্ত্বেও আমেরিকার মাটিতে পা রাখতে পারেননি তিনি। ট্রাম্প প্রশাসনের নির্দেশে মায়ামি বিমানবন্দর থেকেই তাঁকে ফিরে আসতে হয়েছিল দেখে। সেই হতশা পা আর অপমানের অন্ধকার পেরিয়ে এবার নয়া অ্যাসাইনমেন্ট। সোমালিয়ার রেফারি ওমর আরতানকে দায়িত্ব দিল ইউরোপিয়ান ফুটবল। আসন্ন উয়েফা সুপার কাপের ফাইনাল পরিচালনা করবেন তিনি। এবারের বিশ্বকাপের জন্য ৫২ জন ম্যাচ অফিসিয়ালের অন্যান্যত মুখ আরতান। কিন্তু ৬ জুন মায়ামি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে ঘটে বিপত্তি। ৩৪ বছর বয়সি এই সোমালি রেফারিকে আমেরিকায় ঢুকতে বাধা দেওয়া হয়। ট্রাম্প প্রশাসনের তরফে সাফ দাবি, “সন্দেহভাজন সন্ত্রাসবাদী সংগঠনের সঙ্গে যোগ” রয়েছে তাঁর। আরতানকে প্রথমে তুরস্কের ইস্তাম্বুল ও পরে সোমালিয়ায় ফেরত পাঠানো হয়। যদিও নিউ ইয়র্ক টাইমসকে সোমালি রেফারি জানিয়েছিলেন, তাঁর কাছে সঠিক কাগজপত্র ও ভিসা দুই-ই মজুত ছিল। ছিল বিশ্ব ফুটবলের নিয়ামক সংস্থার বৈধ অ্যাক্রেডিটেশনও। অন্যদিকে হোয়াইট হাউসের এক শীর্ষ আধিকারিক এই প্রসঙ্গে জানান, “ওই যাত্রীকে ঢুকতে দেওয়া হয়নি। ইমিগ্রেশন ও ন্যাশনালিটি আইনের ৮২৩৫ ধারা মেনে তাঁকে দ্রুত বের করে দেওয়া হয়। প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের প্রশাসন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নিরাপত্তাজনিত কোনও ঝুঁকি বরণ করবেন না। এটা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।” মার্কিনি অপমানের জবাব অবশ্য মিলল কয়েক মাসের মধ্যেই। বুধবার অস্ট্রিয়ার সালজবার্গে মুম্বামুখি হচ্ছে চ্যাম্পিয়ন্স লিগ জয়ী প্যারিস সঁ জঁ ও ইউরোপা লিগ চ্যাম্পিয়ন আর্সেনাল ভিলা। হাইডেস্টেজ



এই সুপার কাপের ম্যাটেই প্রধান রেফারি হিসেবে মাঠে নামবেন আরতান। ইউরোপের বাইরের প্রথম রেফারি হিসেবে লড়াই পরিচালনার দায়িত্ব পেলেন তিনি। উয়েফা তাঁকে ‘বিশ্বের অন্যতম সেরা রেফারি’ হিসেবেও স্বীকৃতি দিয়েছে। বিশ্বকাপের পর এমন এক সুযোগ পেয়ে আত্মত আরতান। বলেন, “সময়টা খুব কঠিন ছিল। অনেকেই আমার প্রতি সহানুভূতি দেখিয়েছেন। কারণ, কেউ যখন বছরের পর বছর কঠোর পরিশ্রম করে একটা জায়গায় পৌঁছয়, আর তারপর সেটা করতে পারে না, তখন সেটা মেনে নেওয়া খুব চ্যালেঞ্জিং। তবে সারা বিশ্ব থেকে যে সমর্থন পেয়েছি, তার জন্য আমি কৃতজ্ঞ।” তিনি আরও যোগ করেন, “আমি ভাগ্যবান। তবে এখানে পৌঁছতে কঠোর পরিশ্রম করেছি। আমি সত্যিই গর্বিত। বুঝতেই পারছেন, কঠিন পরিস্থিতিতে বড় হয়েছি। কিন্তু সেটা স্বপ্নপূরণ থেকে আটকাতে পারেনি।

এই খবরটা আমার ও আমার পরিবারের কাছে ভীষণ আনন্দের এক মুহূর্ত। ইউরোপ ও অস্ট্রিয়ায় প্রচুর সোমালি মানুষ থাকেন। আমি এমন একটা ম্যাচ খেলাব শুনে তাঁরা আনন্দে আত্মহারা।” বিশ্বকাপের সময় আরতানের এই পরিণতি নিয়ে প্রশ্ন করা হয়েছিল ফিফা সভাপতি জিয়ানি ইনফান্তিনোকেও। তিনি বলেছিলেন, “এটা সত্যি যে আমাদের এমন কিছু চ্যালেঞ্জের মুখে পড়তে হয়, যা আমরা চাই না। পরিস্থিতি সামলাতে হয়। কখনও সমাধান করতে পারি, কখনও পারি না। সোমালিয়ার রেফারি ওমরের সঙ্গে যা ঘটেছে তা দুর্ভাগ্যজনক। কিন্তু আমরা সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করতে পারি না।” তবে ফিফা কথা রেখেছে। বিশ্বকাপ না খেলালেও, তাঁকে টুর্নামেন্টের পুরো পারিশ্রমিক মিটিয়ে দেওয়া হয়েছে। আর এবার সুপার কাপের মঞ্চে তাঁর এই প্রত্যাবর্তনের সাক্ষী হতে চলেছে গোটা ফুটবলবিশ্ব।

বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের টেবিলে কোথায় দাঁড়িয়ে টিম ইন্ডিয়া? ফাইনালে ওঠা কি আদৌ সম্ভব?

নিজস্ব প্রতিবেদন

খাদের কিনারে টিম ইন্ডিয়া। বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে ওঠার রাস্তায় প্রবল চাপ। নেপথ্যে টানা খারাপ পারফরম্যান্সের জের। হাতে রয়েছে মাত্র ৯টি টেস্ট। আর এই ৯ ম্যাচেই চাই প্রায় নিখুঁত ফিনিশ। তবেই জিইয়ে থাকবে ফাইনালের আশা। সদ্য আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে একমাত্র টেস্টে জিতেছে ভারত। এবার সামনে শ্রীলঙ্কা। দু’ম্যাচের এই সিরিজে ফের স্পিন-পরীক্ষা। গত দু’বছর ধরে যা শুভমান গিলের দলের সবচেয়ে বড় দুর্বলতা। ২০২৫ সালের বিপর্যয়। দক্ষিণ আফ্রিকার মাটিতে তেভা বাভুমার বিশ্বচ্যাম্পিয়ন দলের কাছে সেই অসহায় আত্মসমর্পণ। এরপর ফের বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের বৃত্তে ফিরছে ভারত। তবে ফর্ম বিশেষ সুবিধের নয়। ২০২৪ সালের মাঝামাঝি থেকে এই ফরম্যাটে মাত্র একটি সিরিজ জয়। সেটিও তথাকথিত দুর্বল ওয়েস্ট

ইন্ডিজের বিরুদ্ধে। ঘরের মাঠে নিউজিল্যান্ড ও দক্ষিণ আফ্রিকার কাছে হার। অ্যাওয়ে সিরিজে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে আত্মসমর্পণ। ইংল্যান্ডের মাটিতেও ড্রা। যদিও নিউজিল্যান্ড ও অস্ট্রেলিয়ার হাতে পরাজয় ২০২৬-২৫ ক্যালেন্ডারের অংশ ছিল। বর্তমান চক্রে শুধু ইংল্যান্ড ও শ্রোটিয়ারের বিরুদ্ধে সিরিজই প্রাসঙ্গিক। ক্রমশ অবনতির জেরে ডব্লিউটিসি পয়েন্ট টেবিলে এখন পাঁচ নম্বরে নেমে গিয়েছে ভারত। ৯টি টেস্টে ৪টি জয়, ৪টি হার ও ১টি ড্র। পয়েন্টের শতকরা হার বা পিসিটি মাত্র ৪৮.১৫। এই অবস্থায় ফাইনালে যাওয়ার রাস্তা কার্যত সূতোর ওপর বুলছে। এই সহিষ্ণে ভারতের বাকি আর ৯টি



টেস্ট। আগস্টে শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে দু’টি। নভেম্বরে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে দু’টি। আর আগামী ২০২৭ সালের জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারিতে ঘরের মাঠে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে পাঁচ ম্যাচের মেগা সিরিজ। হিসেব খুব সহজ। কোনও ভুলচুক চলবে না। ৬০ শতাংশের বেশি পয়েন্ট পেতে হলে এই ৯টির মধ্যে অন্তত ৭টি টেস্ট জিততেই হবে ভারতকে। একটি পা হড়কালেই বিদায়। বর্তমানে ৭০ শতাংশের বেশি পয়েন্ট নিয়ে টেবিলের শীর্ষে রয়েছে অস্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা ও নিউজিল্যান্ড। ঘরের মাঠ হোক বা বিদেশ, গত কয়েক মরসুমে ভারতের ফর্ম বেশ চিট্টার। শ্রীলঙ্কায় গিয়ে সিরিজ হারার রেশ বেশ পুরনো।

তবে স্পিনের বিরুদ্ধে ভারতের সাম্প্রতিক রেকর্ড বলছে, দ্বীপরাষ্ট্রে এই দুই ম্যাচ জিততে গেলে রীতিমতো ঘাম বরাতে হবে গিলদের। নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে দু’ম্যাচে জিতলেও স্বপ্নি নেই। ঘরের মাঠে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধেও জিততে হবে। পূর্ণশক্তির অজিদের বিরুদ্ধে যা অত্যন্ত কঠিন কাজ। সবচেয়ে উজ্জ্বল সম্ভাবনা অস্ট্রেলিয়া। ২০২৬ সালের চ্যাম্পিয়ন ও ২০২৫-এর ফাইনালিস্টরা ৮টি টেস্ট খেলে জিতেছে ৭টিতে। এখনও বাকি ১৪টি ম্যাচ। সব মিলিয়ে ঠাসা সূচি। ঘরের মাঠে বাংলাদেশ ও নিউজিল্যান্ড। অ্যাওয়ে সিরিজে দক্ষিণ আফ্রিকা ও ভারত। অন্যদিকে, স্বস্থিতে শ্রোটিয়ারাও। ঘরের মাঠে অস্ট্রেলিয়া, বাংলাদেশ ও ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে খেলবে তারা। শুধু শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে একটি অ্যাওয়ে সিরিজ। সব মিলিয়ে ভারতকে যদি ফাইনালে উঠতে হয়, নিজেদের সেরাটা তো দিতেই হবে, পাশাপাশি তাকিয়ে থাকতে হবে অন্যদের ফলাফলের দিকেও।

ভারতের অনূর্ধ্ব-১৫ দলের কোচ হচ্ছেন বিবিয়ানো রঞ্জিতকে নিয়ে এখনও খোঁয়াশা

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ১১ আগস্টঃ জল্পনার অবসান। ভারতের যুব ফুটবল দলের কোচ হিসেবে ফিরছেন বিবিয়ানো ফার্নান্দেজ। সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশনের প্রস্তাব তিনি গ্রহণ করেছেন। এই বছরই আজরাবাইজনে বসছে ফিফা অনূর্ধ্ব-১৫ বিশ্বকাপের আসর। এই প্রথমবার এহেন টুর্নামেন্টের অয়োজন করছে ফিফা। সেই মেগা ইভেন্টে ভারতীয় দলের হটসিটে বসতে চলেছেন বিবিয়ানো। মূলত, কোচিং ক্যাম্পের বেশ কিছু নিয়ম নিয়ে বিবিয়ানোর বিয়ট অর্পণিত ছিল। সেই সমস্যা মিটার পরেই দায়িত্ব নিতে রাজি হয়েছেন প্রাক্তন

ভারতের যুব ফুটবলের অন্যতম সফল প্রকল্প। ঘরোয়া ও আন্তর্জাতিক স্তরে বহু ট্রফি জিতেছে তারা। ফেডারেশনের টেকনিক্যাল কমিটির কাছে বাজাজ ২০৬৪ সালের বিশ্বকাপ খেলার এক উচ্চাকাঙ্ক্ষী রূপরেখাও জমা দেন। তবে শ্রেফ প্রশাসনিক দায়িত্ব নিয়ে দলের সঙ্গে আদৌ যুক্ত থাকবেন কি না, তা নিয়ে ঘোর সংশয় রয়েছে। কোচ ও ম্যানেজারের দায়িত্ব এদন স্পষ্টভাবে আলাদা করেছে ফেডারেশন। বিবিয়ানো শুধু কোচিং ও দল নির্বাচনের বিষয়টি দেখবেন। ম্যানেজার সামলাবেন লজিস্টিক্স ও প্রশাসনিক দিক। যুব স্তরে বিবিয়ানোর



মিডফিল্ডার। ফেডারেশনের টেকনিক্যাল কমিটি তাঁকেই এক নম্বর পছন্দ হিসেবে বেছে নিয়েছিল। গত সপ্তাহে এল্লিকিউটিড কমিটির মিটিংয়ে নিয়োগে সবুজ সংকেত। দীর্ঘ টালবাহানার পর অবশেষে কোচের নাম চূড়ান্ত হওয়ায় স্বস্তিতে দেশের ক্রীড়ামহলা। প্রাথমিক ঘোষণায় ম্যানেজার হিসেবে মিনার্ভা অ্যাকাডেমির কর্তা রঞ্জিত বাজাজের নাম উঠে এসেছিল। এতেই ফ্র কুঁচকেছিলেন অনেকে। বিবিয়ানোর আশঙ্কা কাজে অনধিকার চর্চা নিয়ে। অন্যদিকে, বাজাজ জানিয়েছিলেন, বিবিয়ানো কোচ না হলে তিনি ম্যানেজারের দায়িত্ব নেবেন। সত্যরূপে, এখন যা পরিস্থিতি, তাতে বাজাজের ম্যানেজার হওয়া কার্যত অনিশ্চিত। কারণ, এই পদে মূলত প্রশাসনিক কাজই সামলাতে হবে। যা তাঁর মতো ফুটবল-অন্ত প্রাণ মানুষের কাছে খুব একটা আকর্ষণীয় নয়। রঞ্জিত বাজাজের নিজস্ব মিনার্ভা অ্যাকাডেমি

ট্রাক রেকর্ড স্বর্ণীয়। ২০১৮ থেকে ২০২৬ সালের মধ্যে টানা তিনবার ভারতকে একফসি অনূর্ধ্ব-১৬১৭ এশিয়ান কাপে তুলেছিলেন তিনি। তাঁর অধীনেই ইরানকে ২-১ গোলে হারিয়ে চমকে দেয় ভারত। আসন্ন বিশ্বকাপ একেবারে অভিনব। বিশ্বের ২১১টি দেশই এখানে অংশ নিচ্ছে। প্রথাগত এগারোর বদলে খেলা হবে আট জনের দলে। প্রতিটি অর্ধ মাত্র ২০ মিনিটের। সমস্ত টিম দু’জন গোলরক্ষক-সহ মাত্র ১৪ জন ফুটবলার নথিভুক্ত করতে পারবে। ভারতের তরুণ প্রতিভাদের জন্য এ এক বিরাট সুযোগ। বিবিয়ানোর হাতে রাশ ওয়াহর এবং নিশ্চিত বিশ্বকাপের মূল আসরে নামার আগে দলকে নতুন নিয়মের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার কঠিন লড়াই লড়তে হবে বিবিয়ানোকে। আট জনের ছোট মাঠে ক্ষিপ্ত গতিতে খেলার কৌশল রপ্ত করাই এখন প্রধান লক্ষ্য।



বিশ্বকাপের পর অনেকে করে তারকাই ছুটিতে। কেউ কেউ তবে দলে যোগ দিয়ে ফিটনেস ফিরে পাওয়ার চেষ্টা করছেন। কনর ব্র্যাডলি, ছগো একটিক এবং জিওভানি লিওনির মতো ফুটবলাররা লম্বা সময়ের জন্য চ্যাম্পিওন করণে মাঠের বাইরে। তবে আশার আলো বার্সেলোনা থেকে এক মরসুমের জন্য লোনে দলে যোগ দিয়েছেন উরুগুয়ের ডিফেন্ডার রোমান্ত আরাওহো। যিনি সেন্টার-ব্যাক এবং রাইট-ব্যাক, দুই পজিশনেই খেলতে পারেন। অধিনায়ক ভার্জিল ড্যান ডাইকও মান বাড়ানোর দিকে জোর দিয়েছেন। তিনি বলেন, “দেখা যাক আগামী কয়েক সপ্তাহ কী হয়। দলে ভালো মানের ফুটবলার এলে তা সবসময়ই স্বগত।” যাই হোক না কেন, ইরাওলা গেলার স্টাইলের সঙ্গে আপস করতে রাজি নন। তাঁর মতে, ওই ছন্দে ফুটবল খেলতে হলে ফিটনেস বাড়াতেই হবে। তাই অনুশীলনে বিদ্যুদ্গতি ছাড় দিচ্ছেন না তিনি। বোর্নমুথের প্রাক্তন ফিটনেস কোচ পাবলো দে লা তোরেকেও লিভারপুলে নিয়ে এসেছেন ইরাওলা। শোনা যাচ্ছে, প্রথম কয়েকদিন অনুশীলনের চাপ নিতে না পেরে এক ফুটবলার নাকি অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন! ট্রেনিংয়ে খামতি দেখালেই শাস্তিধরুণ গোটা মাঠ দৌড়াতে হচ্ছে। মিলোস কেরকেজ জানিয়েছেন, কোচ চাইছেন গোটা মাঠ জুড়ে ওয়ান-অন-ওয়ান খেলতে। হাই-স্পিগ আর সারাক্ষণ আক্রমণাত্মক মেজাজ থাকতে। ইরাওলার বোর্নমুথ ডিরেক্ট আটাকে প্রথম এবং হাই-টার্নওভারে তৃতীয় স্থানে সিজল শেষ করে। কিন্তু এটাও মনে রাখতে হবে, গত মরসুমে প্রথম জয় পেতে তাঁর লেগেছিল দশ ম্যাচ। লিভারপুলের মতো ক্লাবে এহেন মস্তুর শুরু সমর্থকরা মনে নেবেন না। ইরাওলা অবশ্য আগেভাগেই সতর্ক করে দিয়েছেন। তিনি বলেন, “প্রথম দিনেই সব নিখুঁত হবে, এমনটা নয়। সময় প্রয়োজন। তবে আমাদের যত দ্রুত সম্ভব এই কাজটা করতেই হবে।” লিভারপুল হযতো আগামী দিনে অত্যন্ত বিনোদনমূলক ফুটবল উপহার দেবে। কিন্তু তার জন্য সমর্থকদের একটু ধৈর্য বজায় রাখা জরুরি। আর ফুটবলারদের কাজ একটাই-যে কোনও মূল্যে বাড়াতে হবে দম!

‘ওকে সরালে মারাত্মক ভুল হবে!’ বিতর্কে বিদ্ব ফিফা সভাপতির পাশে ঢাল হয়ে দাঁড়ালেন ট্রাম্প

সংবাদ সংস্থা, ওয়াশিংটন, ১১ আগস্টঃ প্রবল বিতর্ক। চারদিকে ইস্তফার চাপ। ফিফা সভাপতি জিয়ানি ইনফান্তিনোকে সরাতে রীতিমতো কোমর বেঁধে নেমেছে বিশ্বের বিভিন্ন ফুটবল কনফেডারেশন। ঠিক এই টালমাটাল পরিস্থিতিতেই তাঁর পাশে ঢাল হয়ে দাঁড়ালেন প্রাক্তন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। দিলেন কড়া ঝঁসিয়ারিও। ট্রাম্পের সাফ কথা, ইনফান্তিনোকে সরানোর ক্ষমতা নেই মারাত্মক ভুল যেন না করে ফিফা। নিজের সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম ‘ট্রুথ সোশ্যাল’-এ এই মর্মে একটি পোস্ট করেছেন তিনি। মার্কিন মূলকে বসে বিশ্ব ফুটবলের নিয়ামক সংস্থাকে দেওয়া ট্রাম্পের এই বার্তা থিরে এখন রীতিমতো শোরগোলা। বিতর্কের সূত্রপাত একটি বিতর্কিত প্রস্তাব থিরে। বিশ্বকাপ এবং ক্লাব বিশ্বকাপের অংশীদারি বা শেয়ার বিক্রি করার পরিকল্পনা করেছিলেন ইনফান্তিনো। ফিফার একটি শাওসিভিয়ারি কোম্পানির মাধ্যমে এই বিপুল কোম্পানির প্রস্তাব দেওয়ার হয়। ওই কোম্পানির বাজারদর ধরা হয়েছিল প্রায় ২ হাজার কোটি মার্কিন ডলার! সবচেয়ে বড় অভিযোগ, সদস্য দেশ বা অ্যাসোসিয়েশনগুলোর সঙ্গে কোনওরকম



আলোচনা না করেই এই প্রস্তাব আনেন ফিফা সভাপতি। মিডিয়ায় এই খবর ফাঁস হতেই বিশ্বজুড়ে তীব্র প্রতিবাদ শুরু হয়। উয়েফা থেকে শুরু করে বিভিন্ন মহাদেশীয় ফুটবল সংস্থা একযোগে দাবি তোলে, দুনিয়ার সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ এই টুর্নামেন্ট কোনওভাবেই ‘বিক্রি’ করা যাবে না। ফুটবলের আবেগ নিয়ে এভাবে ব্যবসা করা যায় না। তুমুল সমালোচনার মুখে পড়ে শেষ পর্যন্ত সেই প্রস্তাব প্রত্যাহার করতে বাধ্য হয়েছেন ইনফান্তিনো। প্রস্তাব বাতিল

হলেও ক্ষোভ কমেনি। বরং, ইনফান্তিনোকে ফিফার শীর্ষ পদ থেকে সরানোর দাবি ক্রমশ জোরালো হচ্ছে। আর ঠিক এই সময়েই তাঁর হয়ে আসরে নেমেছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। ‘ট্রুথ সোশ্যাল’-এ তিনি লিখেছেন, ‘প্রেসিডেন্ট জিয়ানি ইনফান্তিনোকে বদলানোর কথা ভাবলেও ফিফা এক মারাত্মক ভুল করবে। লোকটা সত্যিই দুর্ভাগ্য। ওর আমলেই সবচেয়ে সফল বিশ্বকাপ দেখেছি আমরা। ওকে সরিয়ে দিলে এই টুর্নামেন্ট আর কখনও এটো সফল

বা লাভজনক হবে না। বিষয়টায় নজর দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ। প্রেসিডেন্ট ডিজেট।’ বিশ্বকাপের শেয়ার বিক্রির ওই প্রস্তাবে একটি প্রাইভেট ইকুইটি ফার্মের বিনিয়োগ করার কথা ছিল। নাম ‘গ্রাইভ এটারনাল’। মজার বিষয়, সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা জোশুয়া কুশনার। যিনি আবার ট্রাম্পের জামাই জ্যারেড কুশনারের ভাই। রিপোর্ট অনুযায়ী, এই প্রোজেক্ট নিয়ে ট্রাম্প প্রশাসনের সঙ্গেও আলোচনা হয়েছিল। যদিও কিছুদিন আগেই ট্রাম্প দাবি করেন, শেয়ার বিক্রির এই পরিকল্পনার বিষয়ে তিনি বিদ্যুৎবিসর্গ জানতেন না! গত কয়েক বছর ধরেই ট্রাম্প এবং ইনফান্তিনোর মধ্যে দারুণ সখ্য। আসন্ন ২০২৬ সালের বিশ্বকাপ আয়োজিত হতে চলেছে উত্তর আমেরিকায়। সেই মেগা টুর্নামেন্ট থিরেও এই জুটির ঘনিষ্ঠতা রীতিমতো চর্চায়। এখন প্রবল চাপের মুখে পড়া ফিফা সভাপতির পাশে ট্রাম্পের এই প্রকাশ্য সমর্থন যে জল্পনা আরও কয়েক গুণ বাড়িয়ে দিল, তা আর বলায় অপেক্ষা রাখে না। নিয়ামক সংস্থার অন্দরে এমন বিচ্ছেদ আর কখনও দেখা যায়নি। বিশ্ব ফুটবলের রাশ আগামী দিনে কার হাতে থাকে, সেটাই এখন সবচেয়ে বড় প্রশ্ন।

প্রকাশিত

সুচিকিৎসা

২৮ বর্ষ • নবম সংখ্যা • ১ আগস্ট ২০২৬

হাট

অ্যাটাক

- মাইটাল রিগারজিটেশনঃ হৃদযন্ত্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভারতের দক্ষতা
- “হাট” অ্যাটাককে প্রতিরোধ
- প্রযুক্তিগত দক্ষতায় হাট প্রতিস্থাপন
- “স্টোন” - ভাবতেই হয়!
- সুস্থ কিডনি
- মূত্রের পরিষ্কারতা, ভাস্মা দাঁত ও মুখাবহরের কানসার
- স্ক্যানসার মুক্তির চাবিকাঠি
- প্রোস্টেট ক্যান্সার সচেতনতা
- হাট অ্যাটাক
- সাদে কোর্ডার্ডিয়ার অ্যারেক্ট
- হাট অ্যাটাক যখন অত্যাচারে
- হার্টের সুস্থতা রাখার বিভিন্নতা

সুচিকিৎসা
এখন অনলাইনে পড়তে
পাশের কোডটি স্ক্যান করুন